7/2/25, 4:36 PM Sahkar Uday 24 issue - Bengali

মার্চ ২০২৫, সংখ্যা-২৪, সাল-০২

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

সর্ব সহকার , সর্ব সাকার

সহকার উদয়

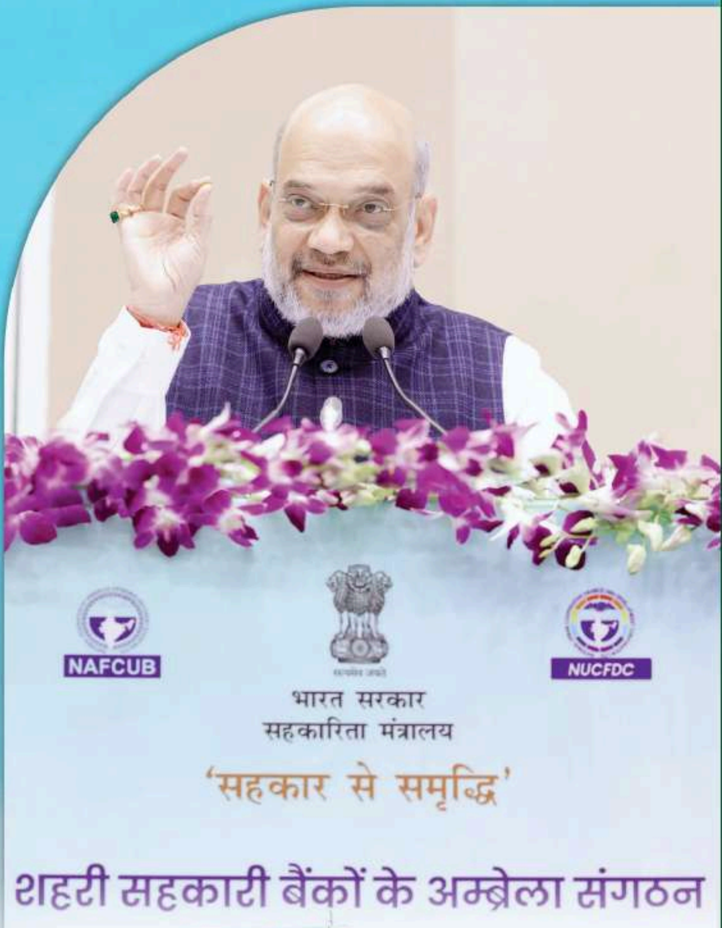

পূর্ণগতিতে সংস্কার

সমবায় ব্যাঙ্কগুলির নতুন উদ্যোগ

'নগণ্য মানুষের জন্য বড় ব্যাঙ্ক' ঃ জনতা সহকারী ব্যাঙ্ক অনপনেয় কীর্তি 10

'সহজ ভ্রমণ' সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী 12

https://online.pubhtml5.com/dhhsc/npdv/ 1/32

সূচীপত্র

সর্ব সহকার , সর্ব সাকার

সহকার উদয়

মার্চ ২০২৫, সংখ্যা-২৪, সাল-০২

সম্পাদকমণ্ডলী
(প্রধান সম্পাদক)
সন্তোষ কুমার শুক্লা

সম্পাদক
রোহিত কুমার

সহকারী সম্পাদক
অঙ্ক অঞ্জলিদীপ

সদস্যরা

মাধবী এম বিপ্রদাস
বিবেক সাক্সেনা
হিতেন্দ্র প্রতাপ সিং
রশিদ আলম

কোন পরামর্শ বা প্রতিক্রিয়া জানাতে অনুগ্রহ করে এখানে যোগাযোগ করুন:

sahkaruday@iffco.in

যুগ্ম মহাব্যবস্থাপক (সমবায়ের উন্নয়ন)
ইফকো সদন, C-1, জেলা কেন্দ্র, সাকেত প্লেস, নিউ দিল্লি ১১০০১৭

এছাড়াও আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন:

Iffco.coop

IFFCO_PR

Iffco_coop

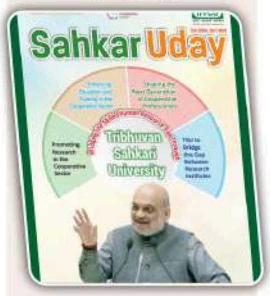

প্রকাশক: ইন্ডিয়ানন ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ লিমিটেড।
প্রিন্টার: রয়াল প্রেস
ওখলা, নয়াদিল্লি।

পূর্ণগতিতে সংস্কার সমবায় ব্যাঙ্কগুলির নতুন উদ্যোগ

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রক প্রতিষ্ঠার পর থেকে সমবায় ক্ষেত্রে সংস্কারের গতি বেড়েছে, সমবায় ব্যাঙ্কগুলির আধুনিকীকরণে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

কভার স্টোরি পৃষ্ঠা 06

পৃষ্ঠা 14

বিকশিত ভারত তৈরির মূল চালিকা-শক্তি হতে চলেছে বিনিয়োগ সম্মেলন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার এবং ২০২৭ সালের মধ্যে ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি বানানোর এক উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেশের যুবসমাজ এবং এর ১৪০ কোটি নাগরিকের সামনে রাখেন।বিনিয়োগ সম্মেলন এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং তাঁর বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত।

পৃষ্ঠা 22

দেশে একশ শতাংশ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মূল চাবিকাঠি হল সমবায়ঃ শ্রী শাহ

পৃষ্ঠা 24

'সকলের জন্য চিকিৎসা -সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য': 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর মূল পরাকাষ্ঠা

পৃষ্ঠা 28

মহিলাদের নেতৃত্বাধীন সমবায়গুলি ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে চালিত করছে,বলেন শ্রী সাঙ্ঘানি

পৃষ্ঠা 16

টেক্সটাইল শিল্প বিকশিত ভারতের ভবিষ্যৎ

ভারত টেক্স একটি প্রধান আন্তর্জাতিক টেক্সটাইল ইভেন্ট হয়ে উঠেছে, যা বিশ্বব্যাপী নীতিনির্ধারক, সিইও এবং শিল্পপতিদের মধ্যে ব্যবসা, সহযোগিতা এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বের এক শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করছে।

পৃষ্ঠা 18

সরকার আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন ও সক্ষমতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে

পৃষ্ঠা 19

সরকার আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন ও সক্ষমতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে

পৃষ্ঠা 20

ভারত আন্তর্জাতিক সুপারপাওয়ারে পরিণত হচ্ছে

সম্পাদকের ডেস্ক থেকে

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা হল জাতির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড যা ব্যক্তি ও ব্যবসাগুলিকে আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি অর্থনীতির সঠিক পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতে, গ্রামীণ ঋণ বিতরণ ব্যবস্থা সমবায় ব্যাঙ্কগুলির বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং ব্যবসায়িক সম্ভাবনার উপর ব্যাপক নির্ভর করে।সমবায় ক্ষেত্রে ঋণ বন্টন সহজতর করার জন্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি একটি ত্রিস্তরীয় কাঠামোয় কাজ করে।এর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, জেলা পর্যায়ে জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক এবং তৃণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি।

বিগত বছরগুলিতে সমবায় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য সংস্কার করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ (সংশোধনী) আইন, ২০২০ সমবায় ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনায় নিয়ামক, কাঠামোগত, আর্থিক এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক সংস্কার চালু হয়েছে।এই আইন শহুরে সমবায় ব্যাঙ্ক এবং বহু-রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলির উপর ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করে, যার ফলে স্বচ্ছতা এবং ব্যাঙ্কিং মান উন্নত হয়।

তাদের আর্থিক স্থিতিশীলতা উন্নত করতে ছোট সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে একত্র করা হচ্ছে। আগে, সমবায় ব্যাঙ্কগুলি আমানতের উপর ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বীমা কভারেজ প্রদান করত, যা এখন বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। সংগ্রামরত সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য পুনর্বিন্যাস প্রকল্প চালু করা হয়েছে। রাজ্য ও জেলা স্তরের ব্যাঙ্কগুলির পুনর্গঠনের মাধ্যমে এই ব্যাঙ্কগুলির দক্ষতা ও স্থিতিশীলতা বাড়ানো হয়েছে। ডিজিটালাইজেশনকে উৎসাহিত করে গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে আধার-সক্ষম অর্থপ্রদান ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে, যা সমবায় ক্ষেত্রে ডিজিটাল বিপ্লব ঘটাবে।এর ফলে দ্রুত এবং আরও স্বচ্ছ ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পাওয়া যাবে।নিঃসন্দেহে, বর্তমান ভারত সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে আরও দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে।ফলস্বরূপ, সমবায় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র আগামী বছরগুলিতে ভারতের সামগ্রিক আর্থিক কাঠামোতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত।

'সহকার উদয়' পত্রিকার এই সংখ্যায় অন্যান্য মূল্যবান তথ্যের পাশাপাশি 'সমবায় ব্যাঙ্কিং' নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ রয়েছে।আমরা বিশ্বাস করি যে এই সংখ্যাটি আপনার কাছে তথ্যপূর্ণ এবং সহায়ক হয়ে উঠবে।

ধন্যবাদান্তে! 'জয় সহকার'

International Year of Cooperatives 2025

গত এক দশকে, আমরা আমাদের অভাবী ভাই-বোনদের ক্ষমতায়নের জন্য ক্রমাগত কাজ করে চলেছি এবং তাদের জীবনকে আরও সহজ করে তুলেছি। প্রতিটি পরিবারকে পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহের লক্ষ্যে আমরা দ্রুত এগিয়ে চলেছি, যাতে দেশ অপুষ্টি ও রক্তাল্পতার মতো বড় সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্রী নরেন্দ্র মোদী,
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

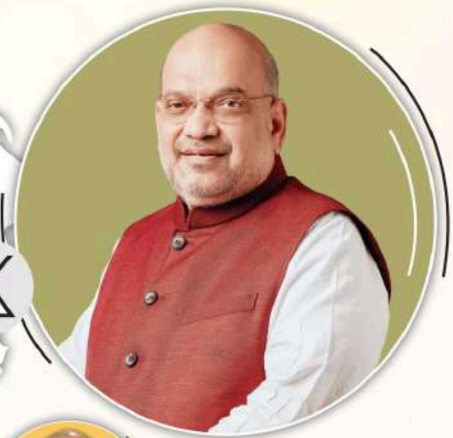

কৃষকদের জন্য মোদী সরকার যে পিএম কিসান প্রকল্প চালু করেছে, তা লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য একটি আশীর্বাদ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। পিএম কিষাণ সম্মান নিধির আওতায় গত ৬ বছরে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা জমা করা হয়েছে, যা তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করেছে।

শ্রী অমিত শাহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী

সমবায় সমিতিগুলি গ্রাম পর্যায়ে কৃষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসাগুলিকে শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর নির্দেশনায় এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী শাহের নেতৃত্বে সমবায় বিভাগ এই সমিতিগুলির ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করছে।

শ্রী মুরলিধর মোহল
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সমবায় মন্ত্রক,
ভারত সরকার

কৃষকদের উন্নয়নের জন্য, অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রধানমন্ত্রীর ধন-ধান্য কৃষি যোজনা ঘোষণা করেন যাতে কম উৎপাদনশীল ১০০টি জেলায় কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশের কোটি কোটি কৃষকের জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সীমা ৩ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

শ্রী দিলীপ সাঙ্ঘানি
সভাপতি, এন.সি.ইউ.আই. এবং ইফকো

ইফকো উন্নত ফলন, স্মার্ট চাষ এবং সুস্থায়ি উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষি ক্ষেত্রকে একটি নতুন পরিচয় দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষকদের ক্ষমতায়নে ইফকো সর্বদাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

ডঃ উদয় শঙ্কর অবস্থি
এমডি ও সিইও, ইফকো

আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ ২০২৫ উপলক্ষে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে আয়োজিত অনুষ্ঠান মাধ্যমে 'সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি'র গুরুত্বকে ব্যাপকভাবে প্রদর্শন করে, জনগণের মধ্যে সহযোগিতা ও ঐক্যের মনোভাব গড়ে তুলছে।

সহযোগিতা মন্ত্রক,
ভারত সরকার

ইফকো চেয়ারম্যান শ্রী সাঙ্ঘানি সমবায় ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে

সহকার উদয় টীম

আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ ২০২৫-এর মধ্য দিয়ে ভারত বিশ্ব সমবায় আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সাথে সাথে সমবায় সমিতিগুলিকে মূলধারার অর্থনীতিতে আরও সংহত করার এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকার উপর তাদের প্রভাব বাড়ানোর প্রচেষ্টা জোরদার করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে ইফকো এবং এন.সি.ইউ.আই.-এর চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ সাঙ্ঘানী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করে সমবায় ক্ষেত্রে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন। বৈঠকে উভয় নেতা 'সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি'র দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ভারতীয় সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা করেন।

দেশের শীর্ষস্থানীয় সমবায় ক্ষেত্রের নেতৃবৃন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর মধ্যে এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্বনির্ভরতা এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য সমবায় সমিতিগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য সরকারের অঙ্গীকারকে স্পষ্ট করে।সংসদ ভবনে ৩০ মিনিটের এই বৈঠকে সমবায় ক্ষেত্রের আধুনিকীকরণের জন্য মোদী সরকারের সক্রিয় সহায়তার কথা তুলে ধরা হয়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর শ্রী সাঙ্ঘানি বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীকে সমবায় ক্ষেত্রের অগ্রগতি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির প্রসার, আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসার এবং সহযোগিতামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে তৃণমূল সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের জন্য চালু প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অবহিত করেছি।প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী সমবায় ক্ষেত্রের অগ্রগতির প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ ২০২৫'এর জন্য আসন্ন কর্মসূচিগুলি সম্পর্কে জানতে

- শ্রী সাঙ্ঘানি আন্তর্জাতিক সমবায় বছরের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন
- শ্রী সাঙ্ঘানি আন্তর্জাতিক সমবায় বছরের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন
- 'সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধি'র দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা

আগ্রহ দেখিয়েছেন"।

বৈঠকে আলোচনার মূল বিষয় ছিল আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ ২০২৫'এ ভারতের সক্রিয় অংশগ্রহণ। শ্রী সাঙ্ঘানী প্রধানমন্ত্রীকে সমবায় ক্ষেত্রের সারা বছর ধরে পরিকল্পিত কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রক সারা বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমের একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করেছে।উপরন্তু, দেশের সকল সমবায় প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় খাত সম্পর্কিত সেমিনার, কর্মশালা, আলোচনা এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এই কর্মসূচিগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায়গুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরবে।

এটি লক্ষণীয় যে জাতিসংঘ এই বছরটিকে আন্তর্জাতিক সমবায় বছর হিসাবে ঘোষণা করেছে।প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গত নভেম্বরে নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আন্তর্জাতিক সমবায় জোট (আই.সি.এ.) সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ ২০২৫'এর সূচনা করেন।

শ্রী সাঙ্ঘানী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনকে সমবায় ক্ষেত্রের জন্য উপযোগী ও উৎসাহব্যঞ্জক বলে বর্ণনা করেন।

◆◆◆

7/2/25, 4:36 PM Sahkar Uday 24 issue - Bengali

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

পূর্ণগতিতে সংস্কার

সমবায় ব্যাঙ্কগুলির নতুন উদ্যোগ

সহকার উদয় টিম

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রক প্রতিষ্ঠার পর থেকে সমবায় ক্ষেত্রে সংস্কারের গতি বেড়েছে, সমবায় ব্যাঙ্কগুলির আধুনিকীকরণে জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রকের উদ্যোগগুলি ইতিবাচক ফলাফল দিচ্ছে।এই ব্যাঙ্কগুলিকে এখন বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির মতো কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উন্নতির লক্ষ্যে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে কম্পিউটারাইজ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকও বেসরকারি সহযোগীদের সঙ্গে আরও

https://online.pubhtml5.com/dhhsc/npdv/ 6/32

সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ক্ষমতায়ন

শহুরে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে (ইউ.সি.বি.) তাদের প্রচার এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য নতুন শাখা খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মতো এককালীন ঋণ নিষ্পত্তির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ ও শহুরে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির জন্য ব্যক্তিগত আবাসন ঋণের সীমা দ্বিগুণেরও বেশি করা হয়েছে, যা বাড়ি কিনতে ইচ্ছুক ক্রেতাদের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে।

ইউ.সি.বি.'গুলি এখন তাদের গ্রাহকদের আরও কাছে পৌঁছতে দোরগোড়ায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদান করতে পারে।

সমস্ত সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড ট্রাস্ট ফর মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজ (সি.জি.টি.এম.এস.ই.) প্রকল্পের আওতায় যোগ্য সদস্য ঋণ-দানকারী প্রতিষ্ঠান (এম.এল.আই.) হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে।

শহুরে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে শক্তিশালী ও একত্রিত করার জন্য একটি জাতীয় স্তরের শীর্ষ সংস্থা, এন.এ.এফ.সি.ইউ.বি. (ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ লিমিটেড) গঠন করা হয়েছে।

গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে এখন বাণিজ্যিক ও আবাসিক রিয়েল এস্টেট খাতে ঋণ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যা ব্যবসায় বৈচিত্র্য এবং আর্থিক বৃদ্ধি করে।

প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে তাদের সাহায্য করছে।সংস্কারের অংশ হিসাবে, সমবায় ব্যাঙ্কগুলি শীঘ্রই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মতো এককালীন ঋণ নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হবে।উপরন্তু, শহুরে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি নতুন শাখা খোলার অনুমোদন পেয়েছে, যা ব্যবসা সম্প্রসারণে সাহায্য করবে।

গ্রামীণ ও শহুরে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির জন্য ব্যক্তিগত আবাসন ঋণের সীমা দ্বিগুণেরও বেশি করা হয়েছে, যার ফলে তাদের ব্যবসার প্রসার এবং বৈচিত্র্য বাড়ছে। উপরন্তু, সমবায় ব্যাঙ্কগুলি এখন বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করছে।শহুরে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড ট্রাস্ট স্কিমের আওতায় সদস্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা তৃণমূল পর্যায়ে উদ্যোক্তাদের সমর্থনে তাদের ভূমিকা আরও বাড়িয়ে তোলে।

শীর্ষ সংস্থা এন.এ.এফ.সি.ইউ.বি. গঠন

ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ লিমিটেড (এন.এ.এফ.সি.ইউ.বি.) শহুরে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে তদারক এবং জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম (এন.সি.ডি.সি.)প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা পর্যালোচনা করার জন্য একটি শীর্ষ সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই ব্যাঙ্কগুলির দক্ষতা ও কার্যকারিতার উন্নতি হয়েছে।

সমবায় ব্যাঙ্কগুলির বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিগত বছরগুলিতে তাদের সক্ষমতার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামোগত দুর্বলতা

এবং পরিচালনার ত্রুটিগুলি দূর করে তাদের পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী করার ব্যাপক চেষ্টা চলছে।এই সংস্কার এখন অনেক সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে ভালো ফলাফল দিতে শুরু করেছে।বেসরকারী ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মকে বিন্যস্ত করার জন্য একটি সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।ফলস্বরূপ, সমবায় ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা বিস্তৃত ব্যাঙ্কিং পরিষেবা উপভোগ করছেন এবং গ্রাহকসংখ্যা বাড়িয়ে তারা ব্যবসা বাড়াচ্ছেন।

শুধুমাত্র সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে অ্যা-কাউন্ট খোলা হবে

আগে, সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাধা ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোকে ঘিরে অস্পষ্টতা, কারণ সেগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় স্তরে একাধিক সমবায় আইন দ্বারা পরিচালিত হত।এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য, নিয়ন্ত্রক তদারকির দায়িত্ব এখন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে (আরবিআই) দেওয়া হয়েছে।এই পরিবর্তন সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে আরও বেশি করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মতো কাজ করার পথ প্রশস্ত করেছে, যার মধ্যে ঋণ দেওয়ার অনুমতি এবং অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা রয়েছে।উপরন্তু, তাদের নিরীক্ষা ব্যবস্থা জোরদার এবং স্বচ্ছ করতে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রক সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।এর মধ্যে রয়েছে শহুরে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে নতুন শাখা খোলার অনুমতি দেওয়া, আধার-সংযুক্ত অর্থপ্রদান ব্যবস্থাকে একীভূত করা, দোরগোড়ায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু করা এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মতো এককালীন ঋণ নিষ্পত্তি সক্ষম করা।উপরন্তু, গ্রামীণ ও শহুরে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির জন্য ব্যক্তিগত গৃহঋণের সীমা দ্বিগুণেরও বেশি করা হয়েছে, যা তাদের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা বাড়িয়েছে।

ব্যবসায় বৈচিত্র্য আনতে, গ্রামীণ

উন্নত ব্যাঙ্কিং সুবিধায় সুসজ্জিত

সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কার্যকারিতা এবং স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে সরকার একটি একছত্র সংস্থা জাতীয় নগর সমবায় অর্থ ও উন্নয়ন নিগম (এন. ইউ. সি. এফ. ডি. সি)প্রতিষ্ঠা করেছে, যা নিয়ন্ত্রক কার্যাবলীর কাজ করবে। এই সংস্থার জন্য ৩০০ কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে।আর্থিক সহায়তা থেকে শুরু করে প্রযুক্তিগত একত্রীকরণ পর্যন্ত সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ব্যাপক সাহায্য প্রদানের জন্য এন. ইউ. সি. এফ. ডি. সি-র পরিকল্পনা করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ ২০২৫ সালের ২৪শে জানুয়ারি মুম্বাইতে এন. ইউ. সি. এফ. ডি. সি-র কর্পোরেট অফিস উদ্বোধন করেন।অনুষ্ঠানে তিনি জোর দিয়ে বলেন, আগামী তিন বছরের মধ্যে সমস্ত তফসিলি সমবায় ব্যাঙ্কগুলি জাতীয়করণ ও বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলির মতো পরিষেবায় সজ্জিত হবে, যার ফলে তাদের পরিচালন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।এই সংস্থাটি শহুরে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, অনলাইন লেনদেন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিষেবার একত্রীকরণ সহজতর করবে।এর লক্ষ্য সমস্ত সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে আমানতের সর্বোত্তম ব্যবহার, ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার সুবিন্যাস এবং অ্যাকাউন্টিং ব্যবস্থার মান বাড়ানো।পরিষেবার সম্প্রসারণ এই ব্যাঙ্কগুলির প্রসার ও পরিচালন ক্ষমতা বাড়াবে-যা নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং আরও সর্বব্যাপী আর্থিক বাস্তুতন্ত্র তৈরি করবে।

সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকেও বাণিজ্যিক ও আবাসিক রিয়েল এস্টেট খাতে ঋণ প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলির সম্মিলিত লক্ষ্য হল সমবায় ব্যাঙ্কিংকে আধুনিক করা এবং এর গ্রাহক সংখ্যা ও ব্যবসা ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা।

আমানত ৫ লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে

বর্তমানে, সারা দেশে ১,৪৬৫টি শহুরে সমবায় ব্যাঙ্ক রয়েছে, যার প্রায় অর্ধেকই গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে অবস্থিত। ভারতে ৪৯টি তফসিলি সমবায় ব্যাঙ্ক এবং ৮.২৫ লক্ষেরও বেশি সমবায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হয়েছে।শহুরে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সম্মিলিতভাবে ১১,০০০ শাখা পরিচালনা, ৫ লক্ষ কোটি টাকার বেশি আমানত এবং ৩.৫ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করেছে। সরকার আগামী পাঁচ বছরে প্রতিটি শহরে নগর সমবায় ব্যাঙ্ক এবং অতিরিক্ত ৮০টি জেলায় জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বর্তমানে, ৩৫২টি জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের মোট আমানত ৪.৩৩ লক্ষ কোটি টাকা, এবং ৩৪টি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের আমানত ২.৪২ লক্ষ কোটি টাকা।

সমবায়ের মধ্যে সহযোগিতার প্রসার

সমবায়গুলির মধ্যে সহযোগিতার নীতি মেনে, সমবায় সংস্থাগুলির সমস্ত আর্থিক লেনদেন এখন সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে করা হচ্ছে। সমস্ত রাজ্যে এই নীতির সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সমবায় ক্ষেত্রকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করার মূল চাবিকাঠি। এই দেশব্যাপী উদ্যোগটি কেবল সমবায় ব্যাঙ্কগুলির পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রেই সহায়ক নয়, তাদের ব্যবসার পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ব্যাঙ্কগুলির ব্যবসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হবে। ভারতে প্রায় ৩০কোটি মানুষ সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে তাঁদের অ্যাকাউন্ট খোলার ফলে এই ব্যাঙ্কগুলির গ্রাহক সংখ্যা এবং পরিচালন মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। উপরন্তু, সমস্ত প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (পি.এ.সি.এস.) এবং অন্যান্য সমবায় সমিতিগুলির অ্যাকাউন্ট সমবায় ব্যাঙ্কে আসার ফলে, বিশেষ করে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে গুণগত বিকাশ ঘটবে।

সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে আরও শক্তিশালী

সমবায় ব্যাঙ্কের জন্য মাইক্রো এটিএম কার্ড

দুগ্ধ খাতে নিযুক্ত কৃষক ও গবাদি পশু পালকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করার একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগে, সরকার প্রাথমিকভাবে গুজরাটের বানাসকাঁঠা এবং পাঁচমহল জেলায় একটি পাইলট প্রকল্প চালু করে।এর উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পর, এই উদ্যোগটি রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং এখন দেশব্যাপী চালু করা হয়েছে।প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতির সদস্যদের আর্থিক লেনদেনের সুবিধার্থে মাইক্রো এটিএম কার্ড এবং রু পে কিসান ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হয়েছে।এই প্রকল্পের আওতায় সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট শুধুমাত্র সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে খোলা হয়ে।খুব অল্প সময়ের মধ্যে, দুটি পরীক্ষামূলক জেলার সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে চার লক্ষেরও বেশি অ্যাকাউন্ট খোলা হয় যাতে মোট ৭৫০ কোটি টাকা জমা পরে। গুজরাটে সর্বমোট ৯.৪০ লক্ষ অ্যাকাউন্ট খোলা হয় যেখানে মোট ৩,৮৫৩ কোটি টাকা জমা হয়। এই উদ্যোগ সমবায় ক্ষেত্রের সদস্যদের ক্ষমতায়িতই করেনি, সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকেও উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করেছে। দেশের সর্বত্র বাস্তবায়িত হওয়ার পর, এই উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের লক্ষ্য সমবায় সমিতিগুলির জন্য আর্থিক লেনদেন সহজতর করা। জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক এবং রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (পি.এ.সি.এস.) এবং প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতির সদস্যদের জন্য ব্যাঙ্কিং পরিষেবা উন্নত করার জন্য এই পরিকল্পনা করা হয়েছে।এর একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল সদস্যদের দোরগোড়ায় প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পেতে করতে সক্ষম করা।

এই উদ্যোগকে সমর্থন করতে, সরকার প্রকল্পটির দেশব্যাপী প্রবর্তনের দু'মাসের মধ্যে দ্রুত ব্যাঙ্ক মিত্রদের স্থাপন এবং রু পে কিসান ক্রেডিট কার্ড প্রদান নিশ্চিত করেছে।এই উদ্যোগ সারা দেশে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করেছে।

করতে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আর.বি.আই.) সহযোগিতায় আর্থিক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে মূল সংস্কারগুলি চালু করেছে। আর.বি.আই. সমবায় ব্যাঙ্কগুলির জন্য ব্যালেন্স শিট এবং অ্যাকাউন্টিং ফর্ম্যাট সংশোধন করেছে, যা তাদের আর্থিক বছরের শেষ কাজের দিনের মধ্যে ব্যালেন্স শিট এবং লাভ-ক্ষতির হিসেব চূড়ান্ত করতে বাধ্য করেছে।

এই পরিবর্তিত নিয়ম গ্রহণ করে, সমবায় ব্যাঙ্কগুলি এখন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মতোই তাদের আর্থিক রেকর্ড রাখতে সক্ষম হবে, যার ফলে অনিয়মের ঝুঁকি কমবে।

পেমেন্ট প্রক্রিয়া আরও দ্রুততর হবে

ভারতে এই প্রথম সমবায় ব্যাঙ্কগুলির জন্য একটি বিশেষ ক্লিয়ারিং হাউস গড়ে তোলা হচ্ছে। এই যুগান্তকারী উদ্যোগের লক্ষ্য হল সমবায় ব্যাঙ্কগুলির প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বাড়িয়ে তাদের সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির সমতুল্য করে তোলা। আগামী দু' বছরের মধ্যে শুরু হতে চলা, সমবায় ব্যাঙ্কগুলির লেনদেন ক্লিয়ারিং এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হবে, যার ফলে সরকারি বা বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির উপর তাদের নির্ভরতা শেষ হবে।

এই উন্নয়ন কেবল ক্লিয়ারিং প্রক্রিয়াকে দ্রুত করবে না, পেমেন্ট নিষ্পত্তিও দ্রুত হবে।এছাড়াও, সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে প্রশাসনকে শক্তিশালী করতে এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে সরকার একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করছে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারি ব্যাঙ্কগুলির প্রতিযোগি করে তুলতে এই পদক্ষেপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নগর সমবায় ব্যাঙ্কের অগ্রগতি

সংস্কারের মাধ্যমে সমবায় ব্যাঙ্কে শক্তিশালী করার চেষ্টা নগর সমবায় ব্যাঙ্কগুলির (ইউ.সি.বি.) অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ট্রেন্ড অ্যান্ড প্রগ্রেস অফ ব্যাঙ্কিং ইন ইন্ডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, এই উদ্যোগগুলি ইউ.সি.বি.'র মূলধন ভিত্তি, লাভ এবং সম্পদের গুণমান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে।

তবে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় ঋণ ও আমানতের তুলনামূলকভাবে ধীর বৃদ্ধি এই ক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জগুলি তুলে ধরে। আর.বি.আই.'এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইউ.সি.বি.'গুলি প্রশাসন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রশংসনীয় অগ্রগতি করেছে। মূল সংস্কারগুলির মধ্যে রয়েছে একটি চার-স্তরের নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রবর্তন, পরিচালনা পর্ষদ এবং অ্যাসুরেন্স ফাংশনগুলির প্রধানদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ এবং আই.টি. ব্যবস্থা এবং সাইবার সুরক্ষার উপর আরও জোর দেওয়া।

ঋণ ও আমানতের বৃদ্ধি সামান্য হলেও, ইউ.সি.বি.'গুলি তাদের আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে। ২০২৩-২৪ সালে, ঋণ বিতরণ ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমানত বেড়েছে ৪.১ শতাংশ। গুরুত্বপূর্ণভাবে, বছরের মধ্যে ঋণ ও আমানতের অনুপাত ৬২.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা ঋণ এবং আমানত সংগ্রহের একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং স্থিতিশীল পদ্ধতির ইঙ্গিত দেয়।

পুণের জনতা সহকারী ব্যাঙ্কের হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে শ্রী অমিত শাহের ভাষণ

'নগণ্য মানুষের জন্য বড় ব্যাঙ্ক' - জনতা সহকারী ব্যাঙ্কের অনপনেয় কীর্তি

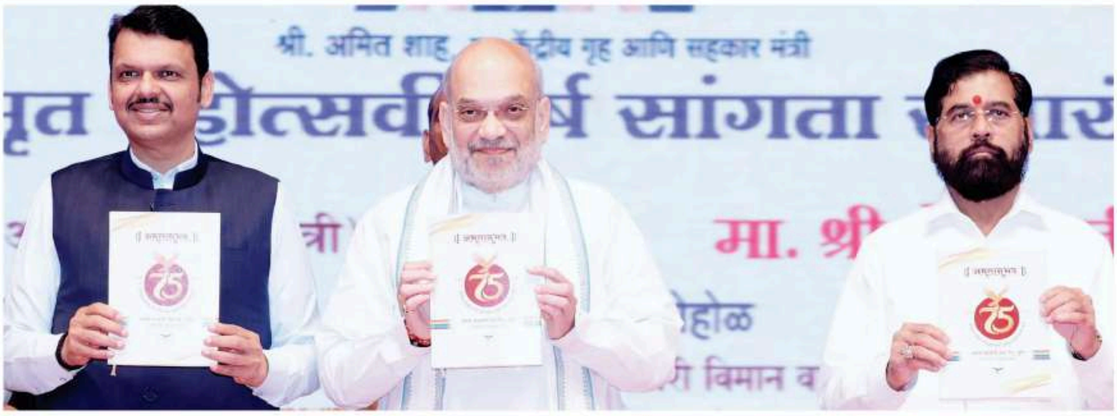

সহকার উদয় টিম

- সমবায় হল মূলধন ছাড়া উন্নতির একমাত্র পথ এবং এ দেশ গঠনেও অবদান রাখে।
- জনতা সহকারী ব্যাঙ্কের ৯,৬০০ কোটি টাকার বেশি আমানত জনগণের আস্থার প্রতিক।
- দু'বছরের মধ্যে একটি শুধুমাত্র 'কো-অপারেটিভ ক্লিয়ারিং হাউস "প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এই সমবায় মন্ত্রক 'সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি' নীতির মূর্ত প্রতীক।ভারতের দুটি প্রধান লক্ষ্য অর্জনে সমবায় ক্ষেত্রের উন্নতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ - ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে সম্পূর্ণরূপে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত করা এবং ২০২৭ সালের মধ্যে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়া।

মহারাষ্ট্রের পুণেতে জনতা সহকারী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের হীরক জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ দেশের উন্নয়ন যাত্রায় সমবায়ের অপরিহার্য ভূমিকার ওপর জোর দেন।তিনি বলেন, ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি এবং গৃহস্থালীর উন্নয়ন না হলে এই জাতীয় সংকল্পগুলি অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে।শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেশের বিকাশের সঙ্গে যুক্ত করা এবং ব্যক্তিগত দক্ষতার ভিত্তিতে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা শুধুমাত্র একটি প্রাণবন্ত সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমেই সম্ভব।

গত তিন বছরে মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার কেবল দিকনির্দেশনাই দেয়নি, সমবায় ক্ষেত্রে গতি ও শক্তি সঞ্চার করেছে। শ্রী শাহ বলেন, জাতীয় উন্নয়নে সহযোগিতাই সবথেকে কার্যকর উপায়।সরকার ভারতের সমবায় মডেলকে বাজারমুখী করেছে এবং সমবায় শিক্ষাকে আরও উন্নত করতে সংসদে সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় বিল পেশ করেছে।তিনি উল্লেখ করেন যে, সরকারের লক্ষ্য হল সহযোগিতামূলক উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে সমবায়কে জাতীয় অগ্রগতির একটি শক্তিতে পরিণত করা।শ্রী শাহ বলেন, "সহযোগিতার অর্থ হল প্রত্যেকের ছোট ছোট অবদানগুলি একত্রিত করে বড় আকারের উদ্যোগ গ্রহণ করা, যার ফলে যাদের মূলধন নেই তারাও অর্থনৈতিক উন্নতিতে অংশ নিয়ে উপকৃত হতে পারে।"

জনতা সহকারী ব্যাঙ্ককে এই চেতনার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন যে, ব্যাঙ্কটি সর্বার্থে "নগণ্য মানুষের জন্য একটি বড় ব্যাঙ্ক"-এর নীতি অনুসরণ করে।বছরের পর বছর ধরে ব্যাঙ্ক যে আস্থা ও সুনাম অর্জন করেছে,

তা গর্বের বিষয়।১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্ক ১৯৮৮ সালে তফসিলি সমবায় ব্যাঙ্কের মর্যাদা পায়, ২০০৫ সালে কোর ব্যাঙ্কিং গ্রহণ করে এবং ২০১২ সালে একটি বহু-রাজ্য তফসিলি সমবায় ব্যাঙ্কে পরিণত হয়।এটি সমবায় ব্যাঙ্কিং খাতের আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে সমবায় ডিম্যাট পরিষেবা চালু করা প্রথম সমবায় ব্যাঙ্ক হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

দেশের প্রথম সমবায় ডিম্যাট প্রতিষ্ঠান চালু করার গৌরব অর্জনকারী জনতা সহকারী ব্যাঙ্কের কাজের প্রশংসা করে শ্রী শাহ এই ব্যাঙ্কের অসাধারণ যাত্রার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ৭১টি শাখা, দুটি এক্সটেনশন কাউন্টার, ১.৭৫ লক্ষ সদস্য এবং ১০ লক্ষেরও বেশি সন্তুষ্ট গ্রাহক নিয়ে ব্যাঙ্ক কেবল একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়, একটি বড় পরিবার।

বিগত বছরগুলিতে ব্যাঙ্ক যে আস্থা ও বিশ্বস্ততা গড়ে তুলেছে, তা তুলে ধরে শ্রী শাহ বলেন, ব্যাঙ্কের বর্তমান আমানত ৯,৬০০ কোটি টাকারও বেশি, যা জনগণের অবিচল আস্থার প্রমাণ।সমাজসেবায় ব্যাঙ্কের অনুকরণীয় ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি বলেন, লাতুর ভূমিকম্প, কোলহাপুর-সাঙ্গলি বন্যা বা কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ই হোক না কেন, জনতা সহকারী ব্যাঙ্ক সর্বদাই এগিয়ে এসেছে।

উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ

সমবায় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রযুক্তি গ্রহণের প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়ে শ্রী শাহ সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের ব্যবসা বাড়াতে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, সারা দেশে ১,৪৬৫টি নগর সমবায় ব্যাঙ্ক রয়েছে, যার মধ্যে ৪৬০টি শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রেই অবস্থিত।

শ্রী শাহ জানান, ইউ.সি.বি.'গুলির জন্য একটি একছত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠার দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাবটি এখন বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এই উদ্যোগের জন্য সফলভাবে ৩০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।

> শ্রী মোরোপন্ত পিঙ্গলজি জনতা সহকারী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রদ্ধেয় মোরোপন্তজির বপন করা বীজ আজ বটগাছ হয়ে ১০ লক্ষ মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।এটি আমাদের সংগঠনের পরিচালন ক্ষমতা ও ভালো ব্যবহারের প্রতিফলন।এই ব্যাঙ্ক গোটা দেশকে এক বার্তা দেয় যে, কোনও প্রতিষ্ঠান স্বচ্ছতা, নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কাজ করলে তা অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে।
>
> **শ্রী অমিত শাহ**
> **কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী**

একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, দেশে প্রথমবার একটি 'সমবায় ক্লিয়ারিং হাউস' স্থাপন করা হচ্ছে, যা আগামী দু'বছরের মধ্যে চালু হবে বলে আশা করা যায়। একবার বাস্তবায়িত হলে, ভারত জুড়ে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে আর ক্লিয়ারিং অপারেশনের জন্য সরকারী বা বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলির উপর নির্ভর করতে হবে না এবং সমবায় ব্যাঙ্কগুলি এর একচেটিয়া ব্যবহার করতে পারবে। শ্রী শাহ আরও ঘোষণা করেন যে, বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে প্রাপ্ত এককালীন ঋণ নিষ্পত্তির সুবিধা এখন সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতেও প্রসারিত হবে। এছাড়াও, সরকারি ব্যাঙ্ক, ক্ষুদ্র আর্থিক ব্যাঙ্ক এবং নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থাগুলির সাথে প্রতিযোগিতার ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মুখে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে সক্ষম করতে তাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হচ্ছে।

◆◆◆

International Year 2025 of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

ভারত মোবিলিটি গ্লোবাল এক্সপো ২০২৫'এ প্রধানমন্ত্রী

'সহজ ভ্রমণ' সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী

- 'বিকশিত ভারত'এর পথে অটোমোবাইল খাতে অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি ঘটবে
- সবুজ প্রযুক্তি, বৈদ্যুতিন যানবাহন, হাইড্রোজেন জ্বালানি ও জৈব জ্বালানি বিকাশের ওপর ভারতের জোর

সহকার উদয় টিম

ভারত, এখন বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি এবং তৃতীয় বৃহত্তম যাত্রীবাহি যানবাহন বাজার। এই মুহূর্তে ভারত বিশ্বের তৃতীয় অর্থনীতি হওয়ার পথে রয়েছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে দেশের অটোমোবাইল বাজার অতুলনীয় বৃদ্ধি ও রূপান্তরের সম্মুখীন হতে চলেছে।

নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে 'ভারত মোবিলিটি গ্লোবাল এক্সপো ২০২৫'এর উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই মন্তব্য করেন।ভারতের বৃহত্তম মোবিলিটি প্রদর্শনীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে ভারতের মোটরগাড়ি শিল্প সমৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে ভবিষ্যতের জন্যও প্রস্তুত।জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং যুবশক্তির দ্বারা চালিত, ভারতের অটোমোবাইল খাত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।ভারতে বার্ষিক বিক্রি হওয়া গাড়ির সংখ্যা অনেক দেশের জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড' উদ্যোগের ফলে রপ্তানিও বাড়ছে। গত বছর ভারতীয় অটো শিল্প প্রায় ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রায় ২.৫ কোটি গাড়ি বিক্রি হয়েছে,যা দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, এক সময় ভালো রাস্তার অভাব অনেককে ভারতে গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে বাধা দিত। তবে, পরিকাঠামোর দ্রুত উন্নয়ন এবং সক্রিয় সরকারি উদ্যোগের ফলে যানজট পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। ভ্রমণের স্বাচ্ছন্দ্য দেশের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।তিনি ভারতে গাড়ি উৎপাদনের এক ব্যাপক বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য সরকারের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

বিগত চার বছরে এই খাতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি এবং আগামী বছরগুলিতে এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। দেশে মাল্টি-লেন মহাসড়ক এবং এক্সপ্রেসওয়েও নির্মিত হচ্ছে। শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, পি এম গতিশক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যান মাল্টিমোডাল সংযোগ বৃদ্ধি করেছে এবং লজিস্টিক খরচ কমাতে সাহায্য করেছে।জাতীয় লজিস্টিক নীতির মাধ্যমে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে সাশ্রয়ী লজিস্টিক ব্যবস্থার দেশে পরিণত হতে চলেছে।

অটো শিল্পের অনুকূল পরিস্থিতি

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত বহু দশক ধরে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ দেশ হয়ে থাকবে, যেখানে যুব সম্প্রদায় সবচেয়ে বড় গ্রাহক হয়ে উঠবে। দেশের তরুণ জনগোষ্ঠী তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে নতুন যানবাহনের চাহিদা বাড়াবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, গত এক দশকে ২৫ কোটি ভারতীয় দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছেন, যার ফলে একটি নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়েছে যারা এখন তাদের প্রথম গাড়ি কিনছে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং জনগণের উন্নতির মাধ্যমে অটো সেক্টর ক্রমাগত উপকৃত হবে।

শক্তিশালী পরিকাঠামোর পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তিও গ্রহণ করা হচ্ছে।ফাস্ট ট্যাগ চালু হওয়ার ফলে ভারতে গাড়ি চালানো অনেক বেশি সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে। ন্যাশনাল কমন মোবিলিটি কার্ড সারা দেশে নির্বিঘ্ন ভ্রমণ নিশ্চিত করার সরকারের প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সংযুক্ত যানবাহন এবং স্বয়ংক্রিয় ড্রাইভিং প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির মাধ্যমে ভারত এখন স্মার্ট মোবিলিটির পথে এগিয়ে চলেছে।

অটো শিল্পের বৃদ্ধিতে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র ভূমিকা

ভারতের অটো শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, পিএলআই প্রকল্পগুলি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' আন্দোলনকে নতুন গতি দিয়েছে।এর ফলে বিক্রির পরিমাণ ২.২৫ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। উপরন্তু, এই প্রকল্পটি এই খাতে ১.৫ লক্ষেরও বেশি প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান দিয়েছে। অটো শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যান্য ক্ষেত্রকেও উপকৃত করে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, অটো শিল্পের সম্প্রসারণ এম.এস.এম.ই., লজিস্টিক, পর্যটন এবং পরিবহন ক্ষেত্রেও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে। সবুজ প্রযুক্তি, বৈদ্যুতিক যানবাহন, হাইড্রোজেন জ্বালানি এবং জৈব জ্বালানির বিকাশের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, ন্যাশনাল ইলেকট্রিক মোবিলিটি মিশন এবং গ্রিন হাইড্রোজেন মিশনের মতো উদ্যোগগুলি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মাথায় রেখে শুরু করা হয়েছে।

বৈদ্যুতিক গাড়ির দ্রুত বৃদ্ধি

বিগত কয়েক বছরে ভারতে বৈদ্যুতিক যানবাহনের দ্রুত বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, বিগত দশকে বৈদ্যুতিক যানবাহনের বিক্রি ৬৪০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দশ বছর আগে প্রতি বছর মাত্র ২,৬০০টি বৈদ্যুতিক যানবাহন বিক্রি হলেও, ২০২৪ সালে ১৬.৮০ লক্ষেরও বেশি বৈদ্যুতিক যানবাহন বিক্রি হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, দৈনিক বৈদ্যুতিক যানবাহনের সংখ্যা এখন এক দশক আগের বাৎসরিক বিক্রি হওয়া মোট যানবাহনের সংখ্যার দ্বিগুণ। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই দশকের শেষের দিকে ভারতে বৈদ্যুতিক যানবাহনের সংখ্যা আটগুণ বৃদ্ধি পাবে।

বৈদ্যুতিন যানবাহন সম্প্রসারণের জন্য সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং সমর্থনের উপর জোর দিয়ে শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, পাঁচ বছর আগে চালু হওয়া এফ.এ.এম.ই.-২ প্রকল্পের আওতায় সরকার বৈদ্যুতিক যানবাহন ক্রয় এবং চার্জিং পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৮,০০০কোটি টাকারও বেশি প্রণোদনা দিয়েছে।এই উদ্যোগটি ৫,০০০'এরও বেশি বৈদ্যুতিক বাস সহ ১৬ লক্ষেরও বেশি বৈদ্যুতিক যানবাহন ক্রয়ে ভর্তুকি দিতে সাহায্য করেছে।ভারত সরকার প্রদত্ত ১,২০০'রও বেশি বৈদ্যুতিক বাস বর্তমানে দিল্লিতে চলছে।

প্রধানমন্ত্রী ই-ড্রাইভ যোজনার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার এই প্রকল্পের আওতায় দু'চাকা, তিন চাকা, ই-অ্যাম্বুলেন্স এবং ই-ট্রাক সহ প্রায় ২৮ লক্ষ বৈদ্যুতিক যানবাহন কেনার পরিকল্পনা করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা মোকাবেলা

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সৌরশক্তি ও বিকল্প জ্বালানির ধারাবাহিক প্রচারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে শ্রী মোদী বৈদ্যুতিন যানবাহন (ই.ভি.)এবং সৌরশক্তি উভয় ক্ষেত্রেই ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন।ছাদে সৌর প্যানেল স্থাপনের লক্ষ্যে পি এম সূর্য ঘর-মুক্ত বিদ্যুৎ প্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।এ ক্ষেত্রে ব্যাটারি এবং স্টোরেজ সিস্টেমের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, সরকার উন্নত রসায়ন সেল ব্যাটারি সংরক্ষণের জন্য ১৮,০০০কোটি টাকার উৎপাদন ভিত্তিক প্রণোদনা প্রকল্প চালু করেছে।তিনি দেশের যুবসমাজকে জ্বালানি সঞ্চয় ক্ষেত্রে স্টার্টআপ শুরু করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশের পরিবেশ রক্ষার প্রচেষ্টায় এটি একটি অপরিহার্য অবদান।

♦♦♦

- সারা দেশে মাল্টি-লেন মহাসড়ক এবং এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে।
- পি.এম. গতিশক্তি যোজনা মাল্টিমোডাল সংযোগকে ত্বরান্বিত করেছে এবং লজিস্টিক খরচ কমিয়েছে।
- গত বছর ভারতীয় অটো শিল্প প্রায় ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রায় ২.৫ কোটি গাড়ি বিক্রি ভারতে ক্রমবর্ধমান চাহিদা নির্দেশ করে।
- গত ১০ বছরে বৈদ্যুতিক যানবাহন বিক্রি ৬৪০ গুণ বেড়েছে, ২০২৪ সালে ১৬.৮০ লক্ষেরও বেশি বৈদ্যুতিক যানবাহন বিক্রি হয়েছে।

ভোপালে বিশ্ব বিনিয়োগকারী সম্মেলনে যোগ দিলেন শ্রী অমিত শাহ

বিকশিত ভারত গড়ার মূল চালিকাশক্তি হতে চলেছে বিনিয়োগ সম্মেলন

- বিশ্ব বিনিয়োগ সম্মেলনে ৩০.৭৭ লক্ষ কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় কোম্পানি, আন্তর্জাতিক কোম্পানির সিইও'রা, ইউনিকর্ন প্রতিষ্ঠাতা এবং ৫০টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

সহকার উদয় টিম

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে এক উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার এবং ২০২৭ সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি বানানোর এক উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেশের যুবসমাজ এবং ১৪০ কোটি নাগরিকের সামনে রাখেন। বিনিয়োগ সম্মেলন এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং বাস্তবায়নে অবদান রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ মধ্যপ্রদেশের ভোপালে আয়োজিত 'গ্লোবাল ইনভেস্টর্স সামিট'এ এই মতামত প্রকাশ করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই অনুষ্ঠানটি ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'টিম ইন্ডিয়া'র অধীনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সহযোগিতা বাড়াবে।

সম্মেলনে ৩০.৭৭লক্ষ কোটি টাকার সমঝোতা স্মারক (এম.ও.ইউ.) স্বাক্ষরিত হয়। শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে, এই চুক্তিগুলির মধ্যে অনেকগুলি বাস্তবায়িত হবে, যা রাজ্যে আনুষঙ্গিক শিল্পের পাশাপাশি বড় আকারের শিল্প স্থাপনের পথ সুগম করবে।তিনি আরও বলেন, মধ্যপ্রদেশের বিনিয়োগ সম্মেলন শুধুমাত্র রাজ্যের বিকাশকেই ত্বরান্বিত করেনি, ভারতের সার্বিক উন্নয়নেও অবদান রেখেছে।ফলস্বরূপ, এই রাজ্য অদূর ভবিষ্যতে প্রধান শিল্পের একটি মূল কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত হতে চলেছে।

৫০টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধিরা বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেছেন

শ্রী শাহ বলেন, দুদিনের এই সম্মেলনে ২০০'রও বেশি ভারতীয় সংস্থা, ২০০'রও বেশি আন্তর্জাতিক কোম্পানির সিইও'রা, ২০জনের বেশি ইউনিকর্ন প্রতিষ্ঠাতা এবং ৫০টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন।মধ্যপ্রদেশ তার শিল্প, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সম্ভাবনাকে তুলে ধরতে এই সুযোগটি কাজে লাগিয়েছে, যা তার উন্নয়নে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারতের বৃহৎ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এই রাজ্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর "বিকাশ ভি, বিরাসত ভি" (ঐতিহ্যের পাশাপাশি উন্নয়ন)-এর দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসাবে, মধ্যপ্রদেশ নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠান করেছে, যা ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজ্যের জন্য অনুকরণীয় একটি নকশা হিসাবে কাজ করবে।

শ্রী শাহ আরও জোর দিয়ে বলেন, এই শীর্ষ সম্মেলন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের একাধিক পথ খুলে দিয়েছে, যা উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেছে। উপরন্তু, এটি বিশেষ করে ভারতের অমৃত প্রজন্মের জন্য দক্ষতা বিকাশের নতুন সুযোগ তৈরি করবে এবং দেশকে আন্তর্জাতিক উৎপাদন কেন্দ্র

হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

স্বচ্ছ প্রশাসন আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ-কারীদের আকৃষ্ট করে

শ্রী শাহ বলেন, শক্তিশালী পরিকাঠামো, দক্ষ কর্মী, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার কারণে মধ্যপ্রদেশ ভারতের প্রধান বিনিয়োগ গন্তব্য হিসাবে উঠে এসেছে।এই কারণগুলি অত্যন্ত অনুকূল বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করেছে, যা অসংখ্য বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করেছে। রাজ্যের বিস্তৃত বাজার ব্যবস্থা এর চাহিদা-চালিত অর্থনীতিকে আরও উৎসাহিত করে বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, জমি, কর্মী এবং প্রচুর খনিজ সম্পদের উপস্থিতি শিল্পের সুযোগকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে।ভারতের অন্যতম খনিজ সমৃদ্ধ রাজ্য হিসাবে মধ্যপ্রদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের এক প্রধান কেন্দ্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে, একসময়ের বিমারু রাজ্যগুলির মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ থাকা এই রাজ্য গত দুই দশকে কার্যকর প্রশাসনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে, পাঁচ লক্ষ কিলোমিটার বিস্তৃত এক সড়ক নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে এবং বর্তমানে এই ছটি কার্যকরী বিমানবন্দর নিয়ে গর্ব করে।উপরন্তু, মধ্যপ্রদেশ ৩১ গিগাওয়াট শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করেছে, যার মধ্যে ৩০ শতাংশ বিশুদ্ধ শক্তির উৎস থেকে আসে।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আই.আই.এম.), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আই.আই.টি.), অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এ.আই. আই.এম.এস.), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিকাল মেটিওরোলজি (আই.আই.টি. এম.), এন.আই.এফ.টি. এবং এন.আই. এফ.ডি.'র মতো শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপস্থিতির কথা তুলে ধরেন, যা রাজ্যের যুবাদের উদীয়মান সুযোগ কাজে লাগাতে সাহায্য করছে।মধ্যপ্রদেশ ভারতের জৈব তুলা সরবরাহের ২৫% অবদান রাখে এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রেও কৌশলগত গুরুত্ব রাখে।শিল্পের বিকাশকে আরও ত্বরান্বিত করতে রাজ্য সরকার ২০২৫ সালকে শিল্প বছর হিসেবে ঘোষণা করেছে।

শ্রী শাহ আরও উল্লেখ করেন যে, মধ্যপ্রদেশ দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসেবে জন বিশ্বাস বিল পাশ করেছে, যার লক্ষ্য হল সহজে ব্যবসা করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা।

উন্নয়নের দৃঢ় ভীতের ওপর নতুন বিষয় গড়ে তোলা

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ গত এক দশকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অর্জন করা উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই সময়ের মধ্যে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার যোগান, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জি.ডি.পি.) এবং মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হয়েছে, যা দেশের দ্রুত বৃদ্ধির গতিপথকে প্রতিফলিত করে।

শ্রী শাহ বলেন, মোদী সরকার ভারতের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছে যার উপর আগামী দশ বছরে উন্নয়নের বিভিন্ন নতুন মাত্রা উন্মোচিত হবে।এই সময়ের একটি প্রধান সাফল্য হল স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও ব্যাঙ্কিং পরিষেবার বাইরে থাকা এমন ৫৪ কোটি মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি। তিনি আরও বলেন, সরকার দেউলিয়া মামলা কমাতে, নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ)২.৫ শতাংশের নিচে আনতে, জিএসটি'র সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে, ব্যবসায়ের জন্য এক-উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স প্রবর্তন এবং পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে উল্লেখযোগ্য সংস্কার করেছে।

ভারতের পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে শ্রী শাহ বলেন, ৬০ হাজার কিলোমিটার মহাসড়ক এবং ৮ লক্ষ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক নির্মিত হয়েছে। উপরন্তু, বিমানবন্দরের সংখ্যা ৭৪ থেকে বেড়ে ১৫৭ হয়েছে, রেলপথ সম্প্রসারণ দ্বিগুণ হয়েছে এবং পণ্য পরি-চালনার ক্ষমতাও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, সাহসী উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত নিজেকে উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিতে এক মূল খেলোয়াড় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যা আগামী ২৫ বছরে বিশ্ব অর্থ-নীতিকে রূপ দেবে।

◆◆◆

ভারত টেক্স ২০২৫'এ প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষণ

বস্ত্রশিল্প বিকশিত ভারতের ভবিষ্যৎ বুনছে

- ভারত টেক্স আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারক ও শিল্পপতিদের মধ্যে ব্যবসা, সহযোগিতা এবং অংশীদারির এক শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে।
- ভারত টেক্স সারা দেশের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উদযাপন করে।
- এক বছরে বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানিতে ৭% বৃদ্ধির সাথে সাথে, ভারত এখন বিশ্বব্যাপী ষষ্ঠ বৃহত্তম বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানিকারকের স্থান পেয়েছে।

সহকার উদয় টিম

ভারত টেক্স একটি প্রধান আন্তর্জাতিক টেক্সটাইল ইভেন্ট হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী নীতিনির্ধারক, কোম্পানি সিইও এবং শিল্পপতিদের মধ্যে ব্যবসা, সহযোগিতা এবং কৌশলগত অংশীদারির এক শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করছে।১২০টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধি হাজার হাজার উদ্যোক্তার অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে চলেছে।

নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ভারত টেক্স ২০২৫'এ বস্ত্র শিল্পের প্রতিনিধিদের এক বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগ, রপ্তানি এবং সামগ্রিক বৃদ্ধিতে এই অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।তিনি জোর দিয়ে বলেন, ভারত টেক্স শুধুমাত্র ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকেই তুলে ধরে না বরং এক উন্নত দেশের আকাঙ্ক্ষাকেও প্রতিফলিত করে - যা এক মহান জাতীয় গর্ব।

শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, ভারত গত বছর বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানিতে সাত শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম রপ্তানিকারক হিসাবে তার অবস্থান নিশ্চিত করেছে।২০৩০ সালের মধ্যে ৯ লক্ষ কোটি টাকার উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য নিয়ে দেশের বস্ত্র রপ্তানি ৩ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। তিনি এই সাফল্যের জন্য গত এক দশকে সরকারের অটল নীতি ও উদ্যোগকে দায়ী করেন, যার ফলে বস্ত্র খাতে বিদেশী বিনিয়োগ দ্বিগুণ হয়েছে।

বস্ত্রশিল্পে উন্নতির লক্ষ্যে সরকারের নীতিগত উদ্যোগ

ভারতের সমৃদ্ধ বস্ত্রশিল্প ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারত টেক্স দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রমাণ যা তার ঐতিহ্যবাহী পোশাকে প্রতিফলিত হয়।পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে দেশীয় বস্ত্রের বিশাল সম্ভার রয়েছে, যার মধ্যে আছে লখনউয়ের চিকনকারি, রাজস্থান ও গুজরাটের বান্ধনি, গুজরাটের পাটোলা, বেনারসের সিল্ক, দক্ষিণ ভারতের কাঞ্জিভরম সিল্ক এবং জম্মু ও কাশ্মীরের পশমিনা।তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই অনুষ্ঠানটি ভারতের বস্ত্র শিল্পের অনন্যতাকে তুলে ধরতে এবং এর ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শ্রী মোদী ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বস্ত্র শিল্পের উদ্যোক্তাদের সাহায্য করার আহ্বান জানান।তিনি দেশের অন্যতম বৃহত্তম কর্মসংস্থান প্রদায়ি এই ক্ষেত্রের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন যা ভারতের উৎপাদন ক্ষেত্রে ১১ শতাংশ অবদান রাখে। ২০২৫ সালের সাধারণ বাজেটে ঘোষিত মিশন ম্যানুফ্যাকচারিং উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এই খাতে বর্ধিত বিনিয়োগ ও উন্নয়ন থেকে উপকৃত হচ্ছেন, যার মূলত আশি শতাংশ এম.এস.এম.ই. দ্বারা পরিচালিত।

শিল্প ক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করে শ্রী মোদী কটন প্রোডাক্টিভিটি মিশনের কথা ঘোষণা করেন, যার লক্ষ্য হল সুতির সরবরাহ নিশ্চিত করা, বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং কাঁচামাল থেকে তৈরি পণ্য পর্যন্ত বস্ত্রের ভ্যালু চেনকে শক্তিশালী করা।তিনি প্রযুক্তিগত বস্ত্র এবং দেশীয় কার্বন ফাইবার উৎপাদনের মতো উদীয়মান শিল্পগুলিতে সরকারের মনোযোগের উপর জোর দেন, যেখানে ভারত উচ্চমানের কার্বন ফাইবার উৎপাদনের দিকে এগিয়ে চলেছে।এই ক্ষেত্রের বিকাশকে উৎসাহিত করতে, ঐতিহ্যবাহী, সুস্থায়ি বস্ত্র কৌশলগুলিকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে এক করার জন্য নীতিগত পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে, যা কারিগর, তাঁতি এবং এই শিল্পে নিযুক্ত বিপুল সংখ্যক মহিলাকে উপকৃত করবে।

দক্ষতা বিকাশে জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্রগুলির ভূমিকা

বস্ত্র শিল্প বিকাশের মূল চালিকাশক্তি হল দক্ষতা বিকাশ এবং দেশে দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা চলছে। দক্ষতা বিকাশের জন্য জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্রগুলির ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভ্যালু চেনের জন্য সমর্থ প্রকল্পটি শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তিনি প্রযুক্তিগত অগ্রগতির যুগে হস্তচালিত তাঁত কারুশিল্পের সত্যতা সংরক্ষণের গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং বিশ্ব বাজারে তাদের প্রসার করতে হস্তচালিত তাঁত কারিগরদের দক্ষতা ও সুযোগ বাড়ানোর উপর জোর দেন।শ্রী মোদী বলেন, গত এক দশকে হস্তচালিত তাঁতের প্রসারে ২,৪০০'রও বেশি বিপণন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

এই শিল্পকে আরও সাহায্য করার জন্য, সরকার ভারত-হস্তনির্মিত ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম চালু করে, যা অনলাইন বিপণন এবং বৃহত্তর বাজারের সুবিধার্থে হাজার হাজার হস্তচালিত তাঁত ব্র্যান্ডকে নিবন্ধিত করেছে।উপরন্তু, হস্তচালিত তাঁত পণ্যগুলির জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক (জি.আই.) ট্যাগিং প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদান, সত্যতা নিশ্চিত করা এবং তাদের বাজার মূল্য বৃদ্ধি করছে।

'ফ্যাশনের জন্য খাদি'

বস্ত্র শিল্পে উদ্ভাবনের জন্য যুব সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁদের প্রযুক্তি-ভিত্তিক বস্ত্র শিল্পের সূচনা এবং নতুন নতুন উদ্ভাবন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।তিনি পরামর্শ দেন যে এই শিল্পকে উন্নত সরঞ্জাম ও সমাধান তৈরি করতে আইআইটি'র মতো প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।ঐতিহ্যের সঙ্গে উদ্ভাবনের সংমিশ্রণের ওপর জোর দিয়ে তিনি বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে বিশ্ব বাজার আকৃষ্ট করতে ঐতিহ্যবাহী পোশাক থেকে অনুপ্রাণিত পণ্য চালু করার সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন।শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, ঐতিহ্যবাহী খাদিকে সক্রিয়ভাবে প্রচার করা হচ্ছে, ফ্যাশন ট্রেন্ড বিশ্লেষণের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকেও কাজে লাগানো হচ্ছে।খাদির গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যখন "দেশের জন্য খাদি" ছিল, তেমনই এখন "ফ্যাশনের জন্য খাদি"র সময়।ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন,বহু শতাব্দী আগে ভারতের বস্ত্র শিল্প দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।দেশ যখন উন্নত ভারতের পথে এগিয়ে চলেছে, তখন তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বস্ত্র শিল্প আবারও একটি চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে।ভারত টেক্স'এর মতো অনুষ্ঠানগুলি বিশ্ব বস্ত্র শিল্পে ভারতের অবস্থানকে শক্তিশালী করছে এবং তিনি আস্থা প্রকাশ করেন যে দেশ প্রতি বছর সাফল্যের নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে এবং আরও উচ্চতায় পৌঁছাবে।

◆◆◆

উত্তর-পূর্ব ছাড়া ভারত ও ভারত ছাড়া উত্তর-পূর্ব অসম্পূর্ণঃ শ্রী অমিত শাহ

সহকার উদয় টিম

■ ২০২৭ সালের মধ্যে সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে রেল ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দিল্লির সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

■ সরকার পর্যটন, প্রযুক্তি, ক্রীড়া, মহাকাশ, কৃষি, উদ্যোক্তা, ব্যাঙ্কিং এবং ব্যবসা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির জন্য সুযোগ প্রসারিত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে 'অষ্টলক্ষ্মী' বলে উল্লেখ করে সারা ভারতে এর গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যের একাধিক উপায়ে দেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখার সম্ভাবনা রয়েছে।এই অঞ্চলটি অর্থনীতি, সংস্কৃতি, নিরাপত্তা, ক্রীড়া এবং গবেষণা ও উন্নয়ন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার যুবাদের জন্য বিশাল সুযোগ প্রদান করে।

নতুন দিল্লিতে অসম রাইফেলসের 'নর্থইস্ট ইউনিটি ফেস্টিভাল-ওয়ান ভয়েস, ওয়ান নেশন' অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ এই মন্তব্য করেন।তিনি জোর দিয়ে বলেন, একতা উৎসব দেশের হৃদয়ে উত্তর-পূর্বের ঐক্য ও রঙিন সংস্কৃতিকে আরও জোরদার করেছে। শ্রী শাহ পর্যটন থেকে শুরু করে প্রযুক্তি, ক্রীড়া থেকে মহাকাশ, কৃষি থেকে শুরু করে উদ্যোক্তা এবং ব্যাঙ্কিং থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণে সরকারের অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরেন।

উত্তর-পূর্ব ভারতে খেলাধুলার প্রতি গভীর অনুরাগকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার মণিপুরে দেশের প্রথম ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে।'সকলের জন্য খেলাধুলা, উৎকর্ষের জন্য খেলাধুলা' নীতি সারা দেশে ক্রীড়া উন্নয়নের অগ্রগতির ভিত্তি হয়ে উঠেছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ আশা প্রকাশ করেন যে, ভারত ২০৩৬ সালে অলিম্পিক গেমসের আয়োজন করবে এবং পদক তালিকার শীর্ষ-১০'এ স্থান পাওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই লক্ষ্য অর্জনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

দূরত্ব কমাতে

সরকার উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব ও দিল্লির মধ্যে শারীরিক ও মানসিক দূরত্ব কমিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য বাজেট বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই অঞ্চলটি এখন আগের তুলনায় তিন থেকে চার গুণ বেশি তহবিল পেয়েছে। ২০২৭ সালের মধ্যে, উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যই রেল ও বিমান নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের রাজধানীর সাথে সংযুক্ত হবে।

এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করে শ্রী শাহ বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ২২০টিরও বেশি জাতি গোষ্ঠী, ১৬০টিরও বেশি উপজাতি এবং ২০০রও বেশি উপভাষা ও ভাষা রয়েছে। এই অঞ্চলে ৫০টিরও বেশি অনন্য উৎসব, ৩০টি ঐতিহ্যবাহী নৃত্য এবং ১০০'রও বেশি স্বতন্ত্র রন্ধনপ্রণালী রয়েছে, যা একে ভারতের এক সাংস্কৃতিক সম্পদে পরিণত করেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ভারত ছাড়া উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ছাড়া ভারত অসম্পূর্ণ, যা দেশের পরিচয় ও অগ্রগতিতে এই অঞ্চলের অবিচ্ছেদ্য ভূমিকার ওপর জোর দেয়।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী উত্তর-পূর্ব

শ্রী অমিত শাহ বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখন শান্তি ও উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা রাখে এবং ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে তার ভূমিকা পালন করে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই অঞ্চল গত এক দশকে, বিশেষ করে গত পাঁচ বছরে আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে হিংসাত্মক ঘটনা এবং নিরাপত্তা কর্মীদের হতাহতের পরিমাণ ৭০% হ্রাস পেয়েছে, পাশাপাশি উত্তর-পূর্বে বেসামরিক মৃত্যু ৮৫% হ্রাস পেয়েছে, যা এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা এবং অগ্রগতির এক নতুন যুগ চিহ্নিত করেছে।

◆◆◆

আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শ্রী অমিত শাহের মতবিনিময়

সরকার আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে

- মোদী সরকার ৫০% এর বেশি উপজাতি জনসংখ্যা সহ ব্লকগুলিতে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে
- কমপক্ষে ২০,০০০ আদিবাসী বাসিন্দার বসতি থাকা ব্লকগুলিতে একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে

সহকার উদয় টিম

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য যথাযথ স্বীকৃতি ও সম্মান সুনিশ্চিত করছে। বেশ কিছু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যেমন আদিবাসী গর্ব দিবস উদযাপন এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসাবে দ্রৌপদী মুর্মুর নির্বাচন উপজাতি সমাজের মর্যাদাকে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করেছে।উপজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন সরকারের একটি প্রধান অগ্রাধিকার।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ নতুন দিল্লিতে গুজরাটের ডাং জেলার গ্রাম ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এক শিক্ষামূলক সংলাপের সময় এই মতামতগুলি ভাগ করে নেন। তিনি ৫০% এরও বেশি উপজাতি জনসংখ্যা এবং কমপক্ষে ২০,০০০ উপজাতি বসবাসকারী প্রতিটি ব্লকে একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উপজাতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরেন।

চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কারিগরি শিক্ষায় ভাষার বাধা দূর করার বিষয়ে শ্রী শাহ বলেন, সরকার পরীক্ষার দেওয়ার জন্য মাতৃভাষার বিকল্প চালু করেছে, যার ফলে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে।তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে স্বাধীনতার ছয় দশকে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় উপজাতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং মোদী সরকার গত ১০ বছরে দুটি নতুন উপজাতি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে, যা উপজাতি শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ বলেন, ছাত্রছাত্রীরা দেশের অগ্রগতির ভিত্তি এবং তাঁদের কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা ভারতকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাবে।তিনি তাঁদের চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সিভিল সার্ভিসের মতো ক্ষেত্রে কর্মজীবন গড়ার আহ্বান জানিয়ে জোর দিয়ে বলেন যে, তাঁদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে দেশের উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করাই তাঁদের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে।কঠোর পরিশ্রম, সততা এবং অধ্যবসায়ের গুরুত্বকে আরও জোরদার করে তিনি তাদের দেশ-নির্মাণকে তাদের লক্ষ্য হিসাবে গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেন।

এই বিশেষ অনুপ্রেরণামূলক কর্মসূচির সময় ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার এবং শ্রী শাহের সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ করার সুযোগ পায়।এই অনুষ্ঠানটি অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে, বিশেষত গ্রাম ও উপজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য, মন্ত্রীর কাছ থেকে সরাসরি দিকনির্দেশ পাওয়ার সুযোগ করে দেয়।এই উদ্যোগ যুবাদের সঙ্গে সরাসরি আলাপচারিতা এবং সাফল্যের দিকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে শ্রী অমিত শাহের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

এই উপলক্ষে তিনি শিক্ষা, যুব ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় উন্নয়নে ছাত্রছাত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

◆◆◆

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী 'এস.অ.ইউ.এল. লিডারশিপ কনক্লেভ ২০২৫'এ বক্তব্য রাখেন

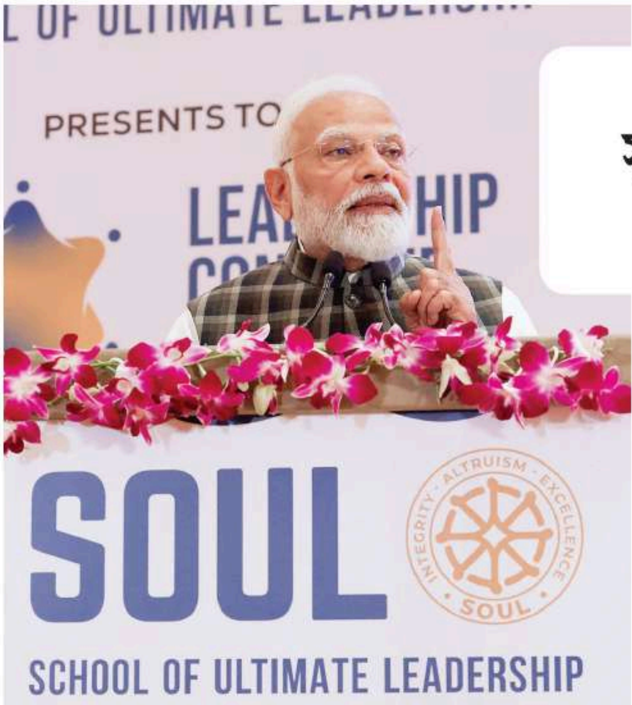

আন্তর্জাতিক সুপারপাওয়ার হয়ে উঠছে ভারত

- স্কুল অফ আলটিমেট লিডারশিপ (এস. ও. ইউ. এল) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উৎকর্ষের নেতাদের লালন করবে।
- ভারতের দূরদর্শী নেতাদের প্রয়োজন যারা বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে সক্ষম।
- দায়িত্বশীল ও সক্ষম নাগরিকদের গড়ে তোলার মাধ্যমে একটি উন্নত ভারত গড়ে তোলা শুরু হয়।

সহকার উদয় টিম

ভারত দ্রুত একটি আন্তর্জাতিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। এর মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদ এই অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।সব ক্ষেত্রেই শক্তিশালী নেতৃত্ব দেওয়ার মত নেতা প্রস্তুত করা সময়ের দাবি।উন্নত ভারতের দিকে এই যাত্রায় স্কুল অফ আলটিমেট লিডারশিপ (এস. ও. ইউ. এল) একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের চেয়েও এস. ও. ইউ. এল'এর লক্ষ্য হল ভারতের সামাজিক কাঠামোর মূল উপাদান হয়ে ওঠা।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে 'স্কুল অফ আলটিমেট লিডারশিপ' (এস. ও. ইউ. এল) লিডারশিপ কনক্লেভ ২০২৫'এর উদ্বোধন করার সময় এই ধারণা ভাগ করে নেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, দেশ গঠনের জন্য দায়িত্বশীল ও যোগ্য নাগরিকদের উন্নয়ন প্রয়োজন। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রগতিশীল নেতাদের প্রয়োজন যারা আন্তর্জাতিক জটিলতাগুলি বুঝে কাজ করতে পারে, উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করতে পারে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে জাতীয় স্বার্থকে তুলে ধরতে পারে।শ্রী মোদী বলেন, স্থানীয় মূল্যবোধের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই নেতাদের অবশ্যই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে হবে।

ভারতের আন্তর্জাতিক প্রভাবকে শক্তিশালী করার কৌশল

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক মানসিকতা, কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সঙ্কট ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যৎমুখী চিন্তাভাবনা সম্পর্কে গভীর মনন সম্পন্ন নেতাদের গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতের এমন নেতাদের প্রয়োজন যারা আন্তর্জাতিক ব্যবসার জটিলতাগুলি বুঝে কাজ করতে পারে এবং আন্তর্জাতিক বাজার ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে কার্যকারী প্রতিযোগিতা করতে পারে।-স্কুল অফ আলটিমেট লিডারশিপ (এস. ও. ইউ. এল)-কে একটি মূল উদ্যোগ হিসাবে তুলে ধরে তিনি বলেন, এর ভূমিকা হল নেতাদের একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি এবং উচ্চ প্রত্যাশা সহ লালন করা। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য থাকা উচিত উন্নত ভারত গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও চেতনা জাগিয়ে তোলা।

শ্রী মোদী আরও ঘোষণা করেন যে, গুজরাটের গিফট সিটির কাছে শীঘ্রই একটি নতুন, বিস্তৃত সোল ক্যাম্পাস স্থাপন করা হবে।এই উদীয়মান নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল প্রতিভা, প্রতিশ্রুতি এবং জনসেবার মনোভাব সহ ব্যক্তিদের প্রচারের মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে প্রসারিত করা- যা ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক পরিবারের আধিপত্যকে ছাড়িয়ে যাবে-।এই প্রতিষ্ঠানটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং নেতৃত্বের দক্ষতা প্রদান করবে, যা ভবিষ্যতের নেতাদের আধুনিক বিশ্বের জটিলতাগুলি আরও ভালভাবে বুঝতে এবং সমাধান করতে সক্ষম করবে।

এস. ও. ইউ. এল-এর প্রভাব সম্পর্কে আশা ব্যক্ত করে শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে, এটি রাজনীতি সহ আন্তর্জাতিক প্রভাব

গুজরাটে প্রতিষ্ঠিত দ্য স্কুল অফ আলটিমেট লিডারশিপ (এস. ও. ইউ. এল) হল একটি অগ্রণী নেতৃত্ব গঠনের প্রতিষ্ঠান যা জনসাধারণের কল্যাণে প্রতিশ্রুত বিশ্বাসযোগ্য নেতাদের লালনপালনের জন্য নিবেদিত। এস. ও. ইউ. এল.'এর লক্ষ্য হল আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং যোগ্যতা, নিষ্ঠা এবং জনসেবায় ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের পৃষ্ঠভূমিকে প্রসারিত করা। প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতের নেতাদের আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জগুলি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টি এবং দক্ষতার সাথে সজ্জিত করবে, যা দূরদর্শী নেতৃত্বের একটি নতুন প্রজন্মকে রূপ দেবে।

ফেলতে সক্ষম নেতাদের প্রস্তুত করবে।-তিনি একবিংশ শতাব্দীর যুবকদের, বিশেষ করে যাঁরা গত দশকে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদেরকে ভারতের 'অমৃত প্রজন্ম' উল্লেখ করে-দেশের প্রথম সত্যিকারের উন্নত প্রজন্ম বলে আখ্যায়িত করেন। এই 'অমৃত প্রজন্ম'র নেতৃত্ব গঠনে 'সোল' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আস্থা প্রকাশ করেন।

নেতৃত্বের বিকাশঃ দক্ষতা বাড়ানোর চাবিকাঠি

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানবসম্পদ সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পদ এবং একবিংশ শতাব্দী এমন নেতাদের দাবি করে যারা উদ্ভাবন এবং দক্ষতাকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারে।শ্রী মোদী নতুন দক্ষতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের বিকাশের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলেন যে, এই বিষয়টিকে বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। তিনি উল্লেখ করেন যে, নেতৃত্বের বিকাশের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এস. ও. ইউ. এল ইতিমধ্যেই এই লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে।

ব্যতিক্রমী নেতৃত্ব বিকাশে মনোনিবেশ

শ্রী মোদী স্মরণ করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের মতো দূরদর্শী নেতারা বিশ্বাস করতেন যে, মাত্র ১০০ জন সক্ষম ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতা থাকলে ভারতের ভাগ্য পরিবর্তিত হতে পারে।তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের চেতনা পুনরুজ্জীবিত করার এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এর থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়ার উপর জোর দেন। ১৪০কোটি মানুষের দেশে সব ক্ষেত্রে শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভবিষ্যতের নেতৃত্ব ক্ষমতার বাইরেও প্রসারিত হবে এবং এর জন্য উদ্ভাবন ও প্রভাবের প্রয়োজন হবে। নেতৃত্বের বিকাশের মাধ্যমে, এস. ও. ইউ. এল.'এর লক্ষ্য হল উদীয়মান নেতাদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এবং সমাধান মানসিকতা গড়ে তোলা।

বিশ্বমানের উৎকর্ষতা ভারতের চেষ্টা

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত যখন কূটনীতি, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন নেতৃত্বকে উৎসাহিত করবে, তখন দেশের আন্তর্জাতিক প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।তিনি উন্নতির জন্য স্থানীয় বোধের সঙ্গে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির মিশ্রণের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। বিশ্বমানের শাসন ও নীতিনির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে শ্রী মোদী বলেন, নীতিনির্ধারক, আমলা এবং উদ্যোক্তারা যখন তাঁদের কৌশলের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি যুক্ত করবেন, তখনই তা অর্জন করা সম্ভব।

শ্রী মোদী জননীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন এবং ডীপ-টেক, মহাকাশ, জৈবপ্রযুক্তি এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির মতো উদীয়মান ক্ষেত্রগুলির জন্য নেতাদের প্রস্তুত করার উপর জোর দেন।একই সঙ্গে ক্রীড়া, কৃষি, উৎপাদন এবং সমাজসেবার মতো ঐতিহ্যবাহী ক্ষেত্রে উৎকর্ষের আহ্বান জানান। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতকে কেবল আন্তর্জাতিক উৎকর্ষের আকাঙ্ক্ষা করতে হবে না, বরং তা অর্জন করতে হবে।

◆◆◆

পশ্চিম জোনাল কাউন্সিলের বৈঠকে শ্রী অমিত শাহ

দেশে ১০০% কর্মসংস্থান সৃষ্টির মূল চাবিকাঠি হল সমবায়ঃ শ্রী শাহ

সহকার উদয় টিম

- সরকারের লক্ষ্য দেশের প্রতিটি গ্রামের তিন কিলোমিটারের মধ্যে ব্যাঙ্ক শাখা এবং ডাক ব্যাঙ্কিং সুবিধা স্থাপন করা।
- **ডিজিটাল পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনার জন্য আন্তঃরাজ্য কাউন্সিলের ম্যান্ডেট সম্প্রসারিত করা হবে**

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সমগ্র সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নিছক একটি সূত্রের বাইরে গিয়ে একটি প্রতিষ্ঠিত শাসন সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদগুলি একটি আনুষ্ঠানিকতা থেকে এক প্রগতিশীল কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মঞ্চে রূপান্তরিত হয়েছে, যা অসংখ্য যুগান্তকারী সিদ্ধান্তকে সহজতর করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ মহারাষ্ট্রের পুণেতে পশ্চিম জোনাল কাউন্সিলের ২৭তম বৈঠকে এই বিষয়গুলি তুলে ধরেন।তিনি জোর দিয়ে বলেন, দেশে ১০০% কর্মসংস্থান অর্জনের মূল চাবিকাঠি হল সমবায়।এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক কৃষি ঋণ সংস্থাগুলিকে (পিএসিএস) শক্তিশালী করে তাদের পরিষেবা বৈচিত্র্যময় করে তুলতে এবং তৃণমূল পর্যায়ে 'সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি'র লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ৫৬টিরও বেশি উদ্যোগের বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রী শাহ মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং গোয়াকে তৃণমূল স্তরে একটি শক্তিশালী সমবায় পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

ওয়েস্টার্ন জোনাল কাউন্সিলের ২৭তম বৈঠকে জমি হস্তান্তর, খনন, নারী ও শিশুদের ধর্ষণের মামলার তদন্ত ত্বরান্বিত করা, ধর্ষণ ও পকসো আইনের মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্ট স্কিমের বাস্তবায়ন, জরুরী প্রতিক্রিয়া সহায়তা ব্যবস্থা চালু করা এবং প্রতিটি গ্রামে ব্যাংক শাখা ও ডাক ব্যাংকিং সুবিধা নিশ্চিত করা সহ মোট ১৮টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ে।অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রেল প্রকল্প এবং খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা হয়।

এছাড়াও, শহুরে মাস্টার প্ল্যানিং এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও পরিচালনা, পুষ্টিকর খাদ্য অভিযানের মাধ্যমে শিশুদের অপুষ্টি মোকাবেলা, স্কুল ড্রপআউটের হার হ্রাস, আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় সরকারি হাসপাতালগুলির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলিকে (পিএসিএস) শক্তিশালীকরণ সহ জাতীয় গুরুত্বের ছটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা

> পুনে শুধু মহারাষ্ট্রেরই নয়, সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী।পুণে থেকে যুগ প্রবর্তক ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ, অনেক মহান পেশোয়া এবং লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশকে পথ দেখিয়েছেন।
>
> **শ্রী অমিত শাহ**
> **কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী**

পশ্চিমাঞ্চল থেকে ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অর্ধেকেরও বেশি কাজ হয়

শ্রী অমিত শাহ পশ্চিম ভারতের কৌশলগত গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অর্ধেকেরও বেশি এই অঞ্চল থেকে হয়। উত্তর ও মধ্য ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলির উপর নির্ভর করে। জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলি এই বাণিজ্য পথগুলি ব্যবহার করে।তিনি উল্লেখ করেন যে, দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) পশ্চিমাঞ্চলের অবদান ২৫ শতাংশ এবং এখানে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ শিল্পের পরিচালন সদস্যরা থাকেন।এই অঞ্চল সারা দেশে ভারসাম্যপূর্ণ এবং সামগ্রিক উন্নয়নের একটি মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে।ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ রাজ্যগুলির মধ্যে একটি হওয়া সত্ত্বেও, শ্রী শাহ এই অঞ্চলে শিশুদের অপুষ্টি এবং নাগরিকদের হ্রস্ব বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।তিনি পশ্চিমের রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী এবং মুখ্যসচিবদের অপুষ্টি দূরীকরণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ওষুধ ও হাসপাতালের উপর নির্ভরশীলতার বাইরেও স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া উচিত। উপরন্তু, তিনি স্কুল ড্রপআউটের হার হ্রাস এবং শিক্ষার মান বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। আইনি সংস্কারের কথা উল্লেখ করে শ্রী শাহ তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন রূপায়ণের কথা উল্লেখ করে বলেন, নাগরিকদের সংবিধান প্রদত্ত অধিকারের পূর্ণ প্রয়োগ নিশ্চিত করার সময় এসেছে। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, আগামী দিনগুলিতে আন্তঃরাজ্য পরিষদের আওতায় ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং সাইবার অপরাধকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

হয়।ডাল আমদানির ওপর দেশের নির্ভরতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে শ্রী অমিত শাহ দেশে ডালের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

সরকার একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে যা ভারত সরকারকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এম.এস.পি.) ১০০% কৃষকদের ডাল উৎপাদন সংগ্রহ করতে সক্ষম করে।শ্রী অমিত শাহ এই অ্যাপটির প্রচার এবং বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে কৃষকদের রেজিস্ট্রেশনকে উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল ডাল উৎপাদনে দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান তা নিশ্চিত করা।

আঞ্চলিক পরিষদগুলি সুশাসনের অনুঘটক হিসাবে বিকশিত হচ্ছে

শ্রী অমিত শাহ বলেন, আঞ্চলিক পরিষদগুলির ভূমিকা পরামর্শমূলক হলেও ২০১৪ সালে শ্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে এগুলি পরিবর্তনের অনুঘটকে রূপান্তরিত হয়েছে। নিছক আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করার পরিবর্তে, আঞ্চলিক পরিষদগুলি এখন প্রভাবশালী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রগতিশীল প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে।তাদের বৈঠকের মাধ্যমে সরকার সফলভাবে সংলাপ, সমন্বয় ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সর্বব্যাপী সমাধান এবং সামগ্রিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করে। শ্রী শাহ জোর দিয়ে বলেন, জাতীয় ও রাজ্য উভয় স্তরে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সুস্থায়ি প্রচেষ্টা এবং একটি সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের রোডম্যাপ অপরিহার্য।

শ্রী অমিত শাহ মোদী সরকারের অধীনে আঞ্চলিক পরিষদগুলির দক্ষতা ও কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে পূর্ববর্তী সরকার আঞ্চলিক পরিষদের মাত্র ২৫টি সভা আহ্বান করেছিল, যেখানে ২০১৪ থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ১৪০% বেড়ে ৬১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। একইভাবে, আগের সরকারের আমলে ৪৬৯টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, মোদী সরকার এ পর্যন্ত ১,৫৪১টি বিষয়কে সম্বোধন করেছে, যা ১৭০% বেশী।

শ্রী শাহ আরও বলেন, আঞ্চলিক পরিষদগুলি ২০১৪ থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে ১২৮০টি মামলার সফল সমাধান করেছে।তিনি জোর দিয়ে বলেন যে সরকার আঞ্চলিক কাউন্সিলের সভায় আলোচিত বিষয়গুলির জন্য ১০০% সমাধানের হার অর্জনের দিকে অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে।উপরন্তু, তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রতিটি গ্রামের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে ব্যাঙ্ক শাখা এবং ডাক ব্যাঙ্কিং সুবিধা স্থাপনের লক্ষ্য প্রায় অর্জন করা হয়েছে।সরকার এখন আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে-দেশের প্রতিটি গ্রামের তিন কিলোমিটারের মধ্যে ব্যাঙ্কিং ও ডাক পরিষেবা নিশ্চিত করা।

◆◆◆

International Year of Cooperatives 2025

‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ "হল সরকারের সংকল্পঃ মোদী

‘সকলের জন্য চিকিৎসা-সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য’: ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর আসল পরাকাষ্ঠা

সহকার উদয় টিম

যখন দেশের সেবা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি প্রশাসনের পথনির্দেশক নীতি হিসাবে 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' গ্রহণ করেছিলাম। এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি মূল স্তম্ভ হল 'সবকা ইলাজ, সবকা আরোগ্য'-বিভিন্ন স্তরে রোগ প্রতিরোধকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সুনিশ্চিত করা। মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুর জেলার গড়হা গ্রামে বাগেশ্বর ধাম মেডিকেল অ্যান্ড সায়েন্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় তিনি এই মন্তব্য করেন।

বাগেশ্বর ধামকে আধ্যাত্মিকতা এবং স্বাস্থ্যসেবা উভয়ের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার বিষয়টি তুলে ধরে তিনি ঘোষণা করেন যে, প্রতিষ্ঠানটি ১০ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হবে, যার প্রথম পর্যায়ে ১০০ শয্যার সুবিধা থাকবে।এই চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।২০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের সঙ্গে, ক্যান্সার হাসপাতালটি সুবিধাবঞ্চিত রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করবে এবং উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সজ্জিত হবে।

শ্রী ধর্মেন্দ্র শাস্ত্রীর অবদানের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী সমাজ কল্যাণ ও মানবতার প্রতি তাঁর অবদানের, বিশেষ করে ক্যান্সার ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, প্রশংসা করেন।তিনি জোর দিয়ে বলেন, বাগেশ্বর ধাম এখন কেবল আধ্যাত্মিক সান্ত্বনার উৎসই নয়, পুষ্টি ও সুস্থতারও উৎস হয়ে উঠবে। জাতীয় ঐক্য ও ধর্মীয় সম্প্রীতি জোরদার করার জন্য শাস্ত্রীর প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী একতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করেন।

■ মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুরে বাগেশ্বর ধাম মেডিকেল অ্যান্ড সায়েন্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

■ ভারতের মঠ, মন্দির এবং ধামগুলি কেবল উপাসনা ও ধ্যানের স্থানই নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সামাজিক সচেতনতার কেন্দ্রও বটে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সারা ভারতে বড় বড় হাসপাতাল পরিচালনায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।তিনি উল্লেখ করেন যে, অনেক স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত হয়, যা লক্ষ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করে।ভগবান রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বুন্দেলখণ্ডের পবিত্র তীর্থস্থান চিত্রকূটের কথা উল্লেখ করে তিনি প্রতিবন্ধী ও অসুস্থদের সেবায় এর অবদানের ওপর জোর দেন।

শ্রী মোদী স্বাস্থ্য পরিষেবাকে এর মিশনের সঙ্গে যুক্ত করে এই মহৎ ঐতিহ্যকে প্রসারিত করার জন্য বাগেশ্বর ধামের প্রশংসা করেন।তিনি মহাশিবরাত্রির শুভ উপলক্ষে ২৫১ জন কন্যার গণবিবাহ আয়োজনের উদ্যোগের জন্য ধামের প্রশংসা করেন এবং একে সমাজকল্যাণের এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন।

ভারতের মঠ ও মন্দিরঃ বিজ্ঞান ও সামাজিক সচেতনতার কেন্দ্র

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারতে মঠ ও মন্দিরগুলি দীর্ঘকাল ধরে উপাসনা, সম্পদ, বিজ্ঞান এবং সামাজিক চেতনার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে আসছে। তিনি আয়ুর্বেদ এবং যোগের বিকাশে প্রাচীন ঋষিদের অবদানের কথা তুলে ধরেন-যে বিজ্ঞান এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, প্রকৃত ধর্ম নিঃস্বার্থ সেবা এবং অন্যের দুর্ভোগ দূরীকরণের মধ্যে নিহিত।

'মানুষের মধ্যে নারায়ণ' এবং ‘সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শিব'-এর নীতির মাধ্যমে প্রকাশিত সমস্ত জীবের মধ্যে দেবত্ব দেখার ভারতীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরে

শ্রী মোদী পবিত্র প্রয়াগ মহা কুম্ভের কথা বলেন।একে 'একতার মহাকুম্ভ' আখ্যা দিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, এই অনুষ্ঠানে 'নেত্র মহাকুম্ভ'র আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে দুই লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রীর চোখ পরীক্ষা করা হয়, প্রায় দেড় লক্ষ মানুষকে বিনামূল্যে ওষুধ ও চশমা দেওয়া হয় এবং প্রায় ১৬,০০০ রোগীকে ছানি এবং অন্যান্য অস্ত্রোপচারের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়।

প্রধানমন্ত্রী মহাকুম্ভ চলাকালীন গৃহীত আরও বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্যসেবা ও পরিষেবা উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন, যেখানে হাজার হাজার চিকিৎসক ও স্বেচ্ছাসেবক নিঃস্বার্থভাবে অংশ নিয়েছিলেন, যা পরিষেবার প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি আরও জোরদার করে।

সকলের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, সুস্বাস্থ্যই ধর্ম, সুখ এবং জীবনে সাফল্য অর্জনের ভিত্তি।তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, ২০১৪ সালে সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দরিদ্র পরিবারগুলির উপর স্বাস্থ্য পরিষেবার বোঝা কমাতে এবং তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য আরও বেশি সঞ্চয় করতে সাহায্য করার সংকল্প নিয়েছিলেন।

সরকারি প্রকল্পগুলি যাতে প্রত্যেক অভাবী ব্যক্তির কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করার জন্য তাঁর প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে শ্রী মোদী বলেন, আয়ুষ্মান ভারত উদ্যোগের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।এই প্রকল্পের আওতায়, প্রতিটি সুবিধাবঞ্চিত নাগরিক আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারী। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, ৭০ বছরের বেশি বয়সী সমস্ত প্রবীণ নাগরিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য আয়ুষ্মান কার্ড দেওয়া হচ্ছে, যা অনলাইনে বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে।

ওষুধ আরও সাশ্রয়ী করতে, সরকার সারা দেশে ১৪,০০০এরও বেশি জনঔষধি কেন্দ্র স্থাপন করেছে, যেখানে কম দামে ওষুধ সরবরাহ করা হয়। উপরন্তু, কিডনি রোগের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়, ৭০০টিরও বেশি জেলায় ১,৫০০টিরও বেশি ডায়ালাইসিস কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যাদের প্রয়োজন তাদের বিনামূল্যে ডায়ালাইসিস পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রতিটি জেলায় ক্যান্সার ডে কেয়ার সেন্টার গড়ে তুলবে সরকার

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ক্যান্সারকে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের বিষয় হিসাবে তুলে ধরেছেন এবং এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকার, সমাজ ও আধ্যাত্মিক নেতাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর জোর দিয়েছেন।চলতি বছরের বাজেটে ঘোষিত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে তিনি ক্যান্সার চিকিৎসাকে আরও সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।তিনি আগামী তিন বছরের মধ্যে প্রতিটি জেলায় ক্যান্সার ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন, যা ডায়াগনস্টিক এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রদান করবে।দ্রুত শনাক্তকরণের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে তিনি মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান, কারণ ক্যান্সার একবার ছড়িয়ে পড়লে তার চিকিৎসা করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

৩০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের জন্য দেশব্যাপী স্ক্রিনিং অভিযানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী সমস্ত নাগরিককে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং তাদের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় সরকার বুন্দেলখণ্ডের সমৃদ্ধি বর্ধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

জনসেবার প্রতি তাঁর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর আগের ছাতারপুর সফরের কথা উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ৪৫,০০০ কোটি টাকার কেন-বেতোয়া সংযোগ প্রকল্প বুন্দেলখণ্ডের জলের ঘাটতি মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।উপরন্তু, জল জীবন মিশন এবং হর ঘর জল প্রকল্পের আওতায় বিশুদ্ধ পানীয় জল নিশ্চিত করতে গ্রামে পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং বুন্দেলখণ্ডের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য সরকার লখপতি দিদি এবং ড্রোন দিদির মতো উদ্যোগ চালু করেছে। শ্রী মোদী তিন কোটি মহিলাকে 'লখপতি দিদি' করার উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করেন, যার ফলে তাঁরা আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করবেন।উপরন্তু, মহিলাদের ড্রোন অপারেশনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যাতে ফসল স্প্রে করা এবং সুনির্দিষ্ট কৃষিকাজে সাহায্য করা যায়, বিশেষ করে সেচের জল সহজলভ্য হওয়ার পরে এই অঞ্চলের কৃষি উপকৃত হয়।

তিনি বুন্দেলখণ্ড এবং সমগ্র দেশের দীর্ঘমেয়াদী সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে কৃষকদের চ্যালেঞ্জগুলি সহজ করতে এবং তাদের আয় বাড়ানোর জন্য সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

◆◆◆

সরকারের উদ্যোগ যুব উদ্যোক্তাদের ইন্ধন যোগায়

ড. নেহা চৌধুরী/ড. মমতা ভার্মা

গ্লোবাল এন্টারপ্রেনারশিপ মনিটর (জি.ই.এম.) ২০২৩-২৪ অনুসারে, ভারত ব্যবসায়ের জন্য সেরা হিসাবে স্বীকৃত ৪৯টি দেশের তালিকায় যোগ দিয়েছে।এই মূল্যায়ন একটি সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে যেখানে ভারতীয় পেশাদাররা ১৩টি এন্টারপ্রেনারশিপ ফ্রেমওয়ার্ক কন্ডিশন (ই.এফ.সি.)'র মাধ্যমে দেশের মূল্যায়ন করেছেন।

এই কাঠামোর শর্তগুলির একটি প্রধান দিকের মধ্যে রয়েছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ম, বিশেষত স্কুল পাঠ্যক্রম এবং পাঠক্রমবহির্ভূত কর্মসূচির মধ্যে উদ্যোক্তা এবং উদ্যোক্তা শিক্ষার সংহতকরণ। উল্লেখযোগ্যভাবে, ভারত শীর্ষ পাঁচটি দেশের মধ্যে রয়েছে যেখানে বিশেষজ্ঞরা মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য সামাজিক সমর্থন এবং রসদ প্রাপ্যতা পর্যাপ্ত বা আরও ভাল বলে মনে করেন। এই প্রতিবেদনে, এক বছরের মধ্যে ভারতের র‍্যাঙ্কিং চতুর্থ থেকে দ্বিতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে।

গ্লোবাল এন্টারপ্রেনারশিপ মনিটর (জি.ই.এম.) এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকের মতে, ভারতের মোট উদ্যোক্তা কার্যকলাপের (টি.ই.এ.) হার - যা প্রাপ্তবয়স্কদের (১৮-৬৪ বছর) নতুন ব্যবসা শুরু বা পরিচালনা করার শতাংশ পরিমাপ করে- ২০২০ সালে ৫.৩% থেকে বেড়ে ২০২৪ সালে ১৫.৪% হয়েছে।

উপরন্তু, ১৮-৬৪ বছর বয়সী ব্যক্তি যারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার মালিক যারা সক্রিয়ভাবে বেতন ও মজুরি প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, তাদের অনুপাত উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

নতুন ব্যবসার বৃদ্ধিতে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

সরকার সক্রিয়ভাবে উদ্যোক্তা এবং স্ব-কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে ভারত তার স্টার্টআপ বাস্তুতন্ত্রকে ক্রমাগত শক্তিশালী করছে।অর্থনৈতিক

স্বনির্ভরতার প্রতি জাতির অঙ্গীকারকে শক্তিশালী করে উদ্যোক্তাদের সাহায্য করার একটি নিবেদিত মন্ত্রক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং দেশের প্রথম সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রক (এম. এস. এম. ই.) যুব সম্প্রদায়কে উদ্যোগপতি হয়ে উঠতে সাহায্য করছে। সরকারের দূরদর্শী নীতিগুলি সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমবায় ক্ষেত্রের মধ্যে উদ্যোক্তা বিকাশকে সক্ষম করেছে।

নতুন ব্যবসা প্রচারের জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি চালু করেছে যা মূলধন এবং আর্থিক সাহায্য প্রদান করে। উপরন্তু, নেটওয়ার্কিং, রসদ যোগান এবং বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে ইনকিউবেটর এবং অ্যাক্সেলেরেটর স্থাপন করা হয়েছে, যাতে স্টার্টআপগুলি তাদের ধারণা পরিমার্জন করতে এবং তাদের উদ্যোগকে বড় করার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য পায়।

স্টার্টআপগুলিকে সাহায্য করতে সরকারের প্রধান উদ্যোগ

সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে স্টার্ট-আপ এবং ব্যবসাগুলিকে জাতীয় স্তরের সাহায্য প্রদান করে।মূল উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া অ্যাকশন প্ল্যান

(২০১৬)-২০১৬ সালের জানুয়ারিতে চালু হওয়া স্টার্টআপ ইন্ডিয়া অ্যাকশন প্ল্যান স্টার্টআপকে সাহায্যের জন্য ভারতের প্রথম কাঠামোগত উদ্যোগ চিহ্নিত করে।এই পরিকল্পনা আর্থিক সাহায্য এবং প্রণোদনা, একাডেমিক ও শিল্পের সমন্বয়, ইনকিউবেশন এবং নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার সরলীকরণ সহ ১৯টি মূল ব্যবস্থা চালু করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সরকার সারা দেশে একটি শক্তিশালী স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে।

স্টার্টআপ ফান্ড অফ ফান্ড(এফ.এফ.এস.)প্রকল্প - উদীয়মান ব্যবসায়ের আর্থিক প্রয়োজনীয়তা মেটাতে, সরকার ১০,০০০ কোটি টাকার তহবিল দিয়ে স্টার্টআপ ফান্ড অফ ফান্ড (এফ.এফ.এস.)গঠন করেছে। ডিপার্টমেন্ট

ফর প্রমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেড(ডি.পি.আই.আই.টি.) এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠানগুলির তদারকি করে, অন্যদিকে এস.আই.ডি.বি.আই.(স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)ঋণ সহায়তা প্রদান এবং বিতরণ পর্যবেক্ষণ করে। ১৪তম ও ১৫তম অর্থ কমিশনের পর্যায়ে মোট ১০হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।নতুন উদ্যোগের জন্য মূলধন যোগান বিদেশী বিনিয়োগের উপর তাদের নির্ভরতা কমায়। মূলধন যোগানের পাশাপাশি সরকার নতুন এবং স্থানীয় ব্যবসার জন্য ঋণের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করেছে।

স্টার্টআপের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম (সিজিএসএস)- স্টার্টআপের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম (সিজিএসএস) ডি.পি.আই.আই.টি.-স্বীকৃত স্টার্টআপগুলিকে অর্থের যোগানে সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে রাজি করা হয়েছে।এর মধ্যে রয়েছে নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থা (এন.বি.এফ.সি.) এবং ভেঞ্চার ডেট ফান্ড, যা সেবি-অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল সরবরাহ করে। এই প্রকল্পের আওতায়, সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলি (এম. আই.) ডি.পি.আই.আই.টি.'র অনুমোদিত স্টার্টআপগুলির জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রদান করে, যা উদীয়মান ব্যবসাকে আরও অর্থায়ন এবং ঝুঁকি প্রশমন নিশ্চিত করে।

নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কারঃ ২০১৬ সাল থেকে সরকার স্টার্টআপগুলির জন্য সঠিক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে ৫০টিরও বেশি সংস্কার করেছে।এই সংস্কার সমস্যা সমাধান, মূলধন হস্তান্তর সুবিধা এবং ব্যবসায়িক কাজকর্ম বাড়ানোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, ভারতে একটি মসৃণ এবং দক্ষ স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম সুনিশ্চিত করে।

সহজ ক্রয়পদ্ধতি - ক্রয় প্রক্রিয়াকে সহজ করতে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও বিভাগগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা প্রযুক্তিগত ও গুণগত মান পূরণ করে পাবলিক প্রকিউরমেন্টে ডি.পি.আই.আই.টি.-অনুমোদিত স্টার্টআপগুলির জন্য পূর্ববর্তী টার্নওভার এবং অভিজ্ঞতার মানদণ্ড শিথিল করবে।উপরন্তু, সরকার গভর্নমেন্ট

ই-মার্কেটপ্লেস (জি.ই.এম.)স্টার্টআপ রানওয়ে চালু করেছে যা এমন এক প্ল্যাটফর্ম যা উদ্যোক্তাদের পণ্য এবং পরিষেবা সরাসরি সরকারী সংস্থাগুলির কাছে বিক্রি করার অনুমতি দেয়।

এই উদ্যোগ ভারতে স্টার্টআপ সংস্কৃতি প্রচারের বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ।এছাড়াও,স্টার্টআপ ইন্ডিয়া প্ল্যাটফর্ম তরুণ উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সুযোগ প্রদান করে।এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে পারে, যা ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং আর্থিক অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করে।এই উদ্যোগে জি.ডি.পি. বাড়বে, বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।উপরন্তু, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং নতুন ব্যবসার মাধ্যমে বিশেষ দক্ষতার বিকাশ সুস্থায়ি অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং জাতীয় অগ্রগতিতে অবদান রাখবে।

যে কোন ব্যবসায়ি উদ্যোগ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, উদ্ভাবন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রতিযোগিতার মূল চালিকাশক্তি।উদ্যোক্তারা উপভোক্তাদের চাহিদা অনুসারে পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহ করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার জন্য ঝুঁকি নেন।ভারতে ব্যবসায়ি উদ্যোগ,অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য,লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান এবং বাজারের সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ব্যবসায়ি উদ্যোগের মূল হল ব্যবসার সুযোগ বুঝে কৌশলগত ঝুঁকি নেওয়া।সফল উদ্যোক্তাদের অবশ্যই সৃজনশীল, দূরদর্শী এবং বাজারের চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।উপরন্তু, তাদের শক্তিশালী দল গঠন এবং দক্ষতার সাথে রসদ পরিচালনা করার ক্ষমতা থাকতে হবে যাতে তাদের উদ্যোগ বজায় থাকে এবং বৃদ্ধি পায় যা অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে আরও অবদান রাখে।

উদ্যোক্তা হওয়ার মূল চাবিকাঠি হল সুযোগ চিহ্নিত করে তাকে কাজে লাগানোর জন্য হিসেব করে ঝুঁকি নেওয়া।সফল উদ্যোক্তাদের অবশ্যই দূরদর্শীতা, মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং উদ্ভাবনের জন্য তৈরি থাকতে হবে, যাতে তারা প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকে। উপরন্তু, তাদের অবশ্যই শক্তিশালী দল তৈরি করতে হবে এবং আর্থিক উন্নয়নকে আরও চালিত করে তাদের উদ্যোগকে বজায় রাখতে এবং বড় করে তুলতে কার্যকরভাবে সম্পদ পরিচালনা করতে হবে।

অধ্যাপক, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট, জয়পুর, রাজস্থান অনুষদ সদস্য, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় শেখাওয়াতি বিশ্ববিদ্যালয়, সিকার, রাজস্থান

মহিলা নেতৃত্বাধীন সমবায় ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছেঃ শ্রী সাঙ্ঘানি

সহকার উদয় টিম

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সমবায় ভারতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং দেশে আত্মনির্ভরতা বাড়াতেও সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রসঙ্গে, গুজরাট রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন উন্নত ভারতে মহিলা নেতৃত্বাধীন সমবায়ের অবদানের উপর একটি রাজ্য-স্তরের সেমিনারের আয়োজন করে।

গুজরাট রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন মহিলা নেতৃত্বাধীন সমবায়গুলির একটি রাজ্য-স্তরের সেমিনার আয়োজন করে।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন গুজরাট রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি জি. এইচ. আমিন এবং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের (এন.সি.ইউ.আই.) সভাপতি ও ইফকো চেয়ারম্যান দিলীপ সাঙ্ঘানী।সহযোগিতাকে ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি বলে উল্লেখ করে শ্রী সাঙ্ঘানী বলেন, আমুলের মতো সফল সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজে সহযোগিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ।তিনি উল্লেখ করেন যে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সমবায় ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে তিনি বলেন যে সমবায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রথম থেকেই সীমিত ছিল।

জি. এইচ. আমিন তাঁর ভাষণে লিঙ্গ সমতা ও আর্থিক স্বাধীনতার প্রসারে সহযোগিতার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, দেশের ৮.৫ লক্ষ সমবায় সমিতির মধ্যে মাত্র ২৫,৩৮৫টি মহিলা পরিচালিত,যা সমবায় নেতৃত্বে লিঙ্গ বৈষম্যকে তুলে ধরে। তিনি সমবায়ে মহিলাদের আরও বেশি করে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান এবং তাদের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করেন। আমিন আরও উল্লেখ করেন যে, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার সময় (২০০৮-২০১০)সমবায় লাভজনক ছিল এবং কর্পোরেট ব্যবসা লোকসানের সম্মুখীন হয়েছিল। তিনি সমবায়ের বিশ্বব্যাপী খ্যাতির জন্য এই স্থিতিস্থাপকতাকে দায়ী করেন এবং ২০১২ এবং ২০২৫কে আন্তর্জাতিক সমবায় বছর হিসাবে মনোনীত করার জন্য ইউনাইটেড নেশান্সের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেন।

এই সেমিনারে সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়।তাঁর দূরদর্শী কৌশলের অংশ হিসাবে, নতুন দিল্লিতে বিশ্ব সমবায় সম্মেলনের সময় ২০২৫ সালকে আন্তর্জাতিক সমবায় বছর হিসাবে মনোনীত করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়। শ্রী জি. এইচ. আমিন উল্লেখ করেন যে, সমবায়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহিলারা ভারতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

এই উপলক্ষে, এন. সি. ইউ. আই.'এর মহিলা ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় সমবায় কমিটির অধিকর্তা আরতি বিসারিয়া সামাজিক সম্প্রীতির উপর একটি বই প্রকাশ করেন এবং পুনর্ব্যক্ত করেন যে সমবায় মহিলাদের আত্মসম্মান এবং সুস্থায়ি উন্নয়নের একটি মূল প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে।তিনি গুজরাটের অর্থনৈতিক উন্নতিতে মহিলা নেতৃত্বাধীন সমবায়ের উল্লেখযোগ্য অবদানের উপর জোর দেন, এমন অনেক উদাহরণ দেন যেখানে মহিলারা সমবায় ক্ষেত্রে সফল নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

সেমিনারে সমবায়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনা হয়, যেখানে প্রায় ১,৩০০ মহিলা সদস্য উপস্থিত ছিলেন।মূল বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ ভূমিবেন পান্ড্যা, যিনি মহিলাদের দক্ষতা বিকাশের নিয়ে বক্তব্য রাখেন; শ্রীমতী অনিতা কাপুর, যিনি মহিলাদের নেতৃত্বের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন; শ্রীমতী দৃষ্টিবেন ওঝা, যিনি সরকারী প্রকল্পগুলি তুলে ধরেন; এবং শ্রীমতী বর্ষাবেন মোরে, যিনি দুগ্ধ শিল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সেন্সর প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিজিটাল রূপান্তর ঘটছে সমবায়ে

সহকার উদয় টিম

কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ডিজিটাল উপায়ে ফসল ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল ম্যাপিং'এর দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা শুরু করা হয়েছে।কৃষি ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির দক্ষতা বাড়াতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ.আই.) এবং ইন্টারনেট অফ থিংস (আই.ও.টি.) সেন্সর ম্যাপিংকে কাজে লাগাবে।আই. সি. ই. ডি, আই. আর. এম. এ. এবং আই. আই. টি. হায়দ্রাবাদের সহযোগিতায় ওয়ার্ল্ড কো-অপারেশন ইকোনমিক ফোরাম টি. আই. এইচ. এ. এন (টেকনোলজি ইনোভেশন হাব অন অটোনোমাস নেভিগেশন) প্রকল্প চালু করেছে।এই উদ্যোগ সারা দেশে ডিজিটাল উপায়ে ফসল ব্যবস্থাপনা এবং ভূস্থানিক নেভিগেশনের রূপায়ণকে সহজতর করবে।উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২৪-২৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসাবে কৃষির ডিজিটাল ম্যাপিংকে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সমবায় বছরে শুরু করা প্রযুক্তিগত উদ্যোগ সমবায় ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।এই উদ্ভাবনগুলি গ্রামীণ সমবায়কে উন্নিত করবে, তাদের আর্থিক উন্নতি করবে এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুস্থায়ি জীবিকা নির্বাহকে সমর্থন করবে।উন্নত সেন্সর সরঞ্জাম এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দুগ্ধ সমবায়, কৃষি সমবায় এবং স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীগুলির উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা আরও বাড়াবে।

বিশ্ব সহযোগিতা অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউ. সি. ও. ও. পি. ই. এফ) চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ সাঙ্ঘানী বলেন যে এই উদ্যোগ তথ্য-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত ভূ-বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অফ টাইম-বেসড রিয়েল-টাইম তথ্য সংগ্রহ এবং ডিজিটাল ম্যাপিং-কে যুক্ত করে সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উদ্যোগগুলিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।তিনি উল্লেখ করেন যে, সমবায়গুলি ভারতের কৃষি ক্ষেত্রের মেরুদণ্ড

- ওয়ার্ল্ড কো-অপারেশন ইকোনমিক ফোরাম, আই. আর. এম. এ এবং আই. আই. টি হায়দ্রাবাদ পাইওনিয়ার ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেশন
- এ.আই. এবং ইন্টারনেট অফ থিংস (আই.ও.টি.)'র মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল ক্রপ দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়িত হবে

এবং ফসল সমীক্ষার জন্য ভূ-স্থানিক উদ্ভাবন এবং সেন্সর-ভিত্তিক ডিজিটাল ডিভাইস গ্রহণ সমবায়কে আরও তথ্য-চালিত, দক্ষ এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগি করে তুলবে।

শ্রী সাঙ্ঘানি আরও বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গি এবং উন্নত ভারতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডিজিটাল সমাধান এক করে সুনির্দিষ্ট ফসল উৎপাদন করা, বাজারে প্রবেশ এবং আর্থিক সমৃদ্ধি বাড়িয়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বিশেষ উপকৃত করবে।

ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর হাই পাওয়ার কমিটির সদস্য এবং ডব্লিউ. সি. ও. ও. পি. ই. এফ-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শ্রী বিনোদ আনন্দ কৃষিতে ডিজিটাল উদ্ভাবনকে উৎসাহ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।তিনি প্রযুক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন, যা গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবিকা বাড়াচ্ছে। শ্রী আনন্দ ঘোষণা করেন যে, এই উদ্যোগের আওতায় ডিজিটাল ফসল সমীক্ষার জন্য একটি আইওটি-ভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হবে।এ.আই.-চালিত ভূ-স্থানিক বুদ্ধিমত্তা এবং রিয়েল-টাইম বাজারের সাথে সংযোগ সমবায় বাস্তুতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করে সুস্থায়ি জীবিকার পথ তৈরি করবে।

আন্তর্জাতিক সমবায় বছরের অংশ হিসাবে, এই উদ্যোগ প্রাথমিকভাবে স্মার্ট সম্পদ পরিচালনা, তথ্য-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ক্রয় কৌশল নিয়ে বৈঠকের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষক সমবায়ের পরিষেবা সক্ষম করার দিকে মনোনিবেশ করবে।

◆◆◆

ড. এ আর শ্রীনাথ

যুব ও মহিলাদের সমবায় ক্ষেত্রে যুক্ত করতে জোর

বিশ্বব্যাপী সমবায় আন্দোলন বিভিন্ন উপায়ে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করছে এবং ভারতের সামাজিক কাঠামোর সাথে গভীরভাবে একীভূত। সমস্ত ক্ষেত্রে, বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতির তৃণমূল পর্যায়ে এর বৃদ্ধি হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবং দেশের প্রথম কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে সমবায় ক্ষেত্রের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে।প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি হল যুবসমাজ, মহিলা এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষকে যুক্ত করে সমবায় আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করা।নারী, যুবা এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রচারের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাপী, সমবায়ে মহিলাদের ভূমিকা বাড়ছে এবং মহিলারা নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করছেন।

ভারতে ২৯ কোটি সদস্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ৮.৫ লক্ষ সমবায় রয়েছে।এই বিশাল নেটওয়ার্ক থাকা সত্ত্বেও, জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও বেকার।বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আর সেখানে মহিলারা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছেন।মহিলারা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন, সমবায়গুলি ক্ষমতায়নের উৎস হিসাবে কাজ করছে এবং পারিবারিক আয়ে অবদান রাখছে।

পঞ্চায়েতি রাজ আইনে সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থা ও পৌরসভায় মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপরন্তু, এম. এস. সি. এস (মাল্টি স্টেট কো-অপারেটিভ সোসাইটি) আইন ২০২৩ সমবায় সমিতির পরিচালনা পর্ষদে দুজন মহিলা সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেয়। দুগ্ধ সমবায়গুলিতে মহিলারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এবং ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন (এন. সি. ইউ. আই) বিভিন্ন রাজ্যে মহিলাদের জন্য শিক্ষামূলক কর্মসূচি চালাচ্ছে।

ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলাদের জীবনকে সক্ষম করে তোলার জন্য নিবেদিত, যা তাদের স্বনির্ভর করে।সমবায়ের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য ভোপাল, শিমোগা এবং ইম্ফলে দক্ষতা বিকাশের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।২০২১ সালের ৬ই জুলাই ভারতের প্রথম সমবায় মন্ত্রক গঠনের পর থেকে ভারতীয় মহিলাদের সমর্থনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে মহিলা ও মেয়েদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সাধারণ বাজেটে তিন লক্ষ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন করা হয়েছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। উপরন্তু, ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোগের (এম.এস.এম.ই.) জন্য মুদ্রা ঋণের সীমা বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে এবং সমবায় ক্ষেত্র এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছে। মহিলা কল্যাণ সমবায় সমিতি (জাতীয় সমবায় ডাটাবেস রিপোর্ট অনুযায়ী ২৫,০৯২টি সমিতি সহ) এই তহবিল আরও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি তৈরি করতে এবং মহিলা নেতৃত্বাধীন স্ব-সহায়তা গোষ্ঠী উদ্যোগের বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করতে পারে।

উপরন্তু, ভারতের যুবসমাজের কাছে সমবায়ের মাধ্যমে উন্নত ভবিষ্যত গড়ার এক উল্লেখযোগ্য সুযোগ রয়েছে।ভারতের শহুরে জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ তরুণ এবং দেশের ৬৪% জনসংখ্যা কর্মক্ষম গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ কর্মক্ষম গোষ্ঠী হয়ে ওঠার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। সমবায় যুব সম্প্রদায়কে যুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। বর্তমানে, অনেক যুবক-যুবতী সমবায় প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে।

যুবসমাজের পণ্য বা পরিষেবা ভিত্তিক সমবায় প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে তারা সমবায় ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষাকে কার্যকরি প্রয়োগ করতে পারে। সমবায়গুলিতে যুবাদের অংশগ্রহণ এখন পর্যন্ত ক্যাম্পাসেই সিমাবদ্ধ যেখানে কলেজ পরুয়ারা নোটবুক, বই, কলম এবং পেন্সিলের মতো প্রয়োজনীয় পণ্যের ভ্যালু চেন তৈরিতে মূল ভূমিকা নিচ্ছে, যা যুব-নেতৃত্বাধীন সমবায়ের মাধ্যমে বিক্রি করা হচ্ছে।এই সমবায়গুলি টিকিট বুকিং, ভ্রমণ বীমা এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাও প্রদান করছে।কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যুব সমবায়গুলি সঞ্চয় এবং ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রমেও জড়িত।

নতুন সমবায় নীতি একটি জাতীয় সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নারী ও যুবাদের অংশগ্রহণকে বাড়িয়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।এটি যুবসমাজ ও মহিলাদের সমবায় আন্দোলনে আরও সংহত করতে এবং সমবায় উদ্যোগে তাদের অংশগ্রহণের নতুন সুযোগ উন্মুক্ত করতে সাহায্য করবে।

প্রাক্তন অধিকর্তা, ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন (এন. সি. ইউ. আই)

◆◆◆

কেনিয়ার সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় একটি উচ্চ পর্যায় সদস্যদের নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করে, যেখানে বিশেষজ্ঞ এবং নীতিনির্ধারকেরা খাদ্য নিরাপত্তা, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সেমিনারে কেনিয়ার সমবায় কমিশনার ডেভিড ওবনিয়ো এবং এন. সি. ইউ. আই.-এর চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ সাঙ্ঘানি সহ আন্তর্জাতিক সমবায়গুলির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

জর্ডন সফরকালে ইফকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ উদয় শঙ্কর অবস্থি জে.পি.এস.সি.'র(জর্ডান ফসফেট মাইন্স কোম্পানি)পর্ষদ সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি কারখানার উৎপাদন ও লাভজনকতা নিয়ে আলোচনা করেন এবং জে.পি.এম.সি. টিমকে তাদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য অভিনন্দন জানান।

পুণের ভামনিকমে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইফকো কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ এস. এস. পাওয়ার সমবায় ডিজিটাল উদ্ভাবন এবং ভ্যালু চেনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির বিষয়ে তাঁর অন্তদৃষ্টি ভাগ করে নেন। সম্মেলনে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

ইফকোর বিপণন অধিকর্তা শ্রী যোগেন্দ্র কুমার পালওয়াল গ্রামের কৃষক শ্রী ধর্মপাল, শ্রী টেকান এবং শ্রী কৃষ্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যাঁরা তাঁদের ফসলের ইফকোর ন্যানো সার ব্যবহার করেছেন। কৃষকরা ন্যানো ইউরিয়া ব্যবহারে আরও ভাল ফলাফলের কথা জানিয়েছেন এবং অনেকে এখন প্রচলিত ইউরিয়ার পরিবর্তে ন্যানো ইউরিয়া এবং ডিএপি গ্রহণ করেছেন।

ইফকো ১৭তম কৃষি বিজ্ঞান কংগ্রেস এবং এ.এস.সি. প্রদর্শনীর সময় উত্তরাখণ্ডের জি.বি.পি.ইউ.এ. অ্যান্ড টি. পন্তনগরে কৃষক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি বৈঠকেরও আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ইফকোর বিপণন বিভাগের রজনীশ পান্ডে কৃষকদের ইফকোর ন্যানো ফার্টিলাইজার এবং ডিএপি সম্পর্কে অবহিত করেন। প্রদর্শনীতে কৃষি ড্রোনও প্রদর্শিত হয়।

আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ইফকো নতুন দিল্লির ইফকো সদনে জাম্বিয়া থেকে একটি প্রতিনিধিদলের আয়োজন করে। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন জাম্বিয়ার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ উন্নয়ন মন্ত্রকের শ্রীমতী সুবেতা কে. মুতেলো। ইফকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ উদয় শঙ্কর অবস্থি সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

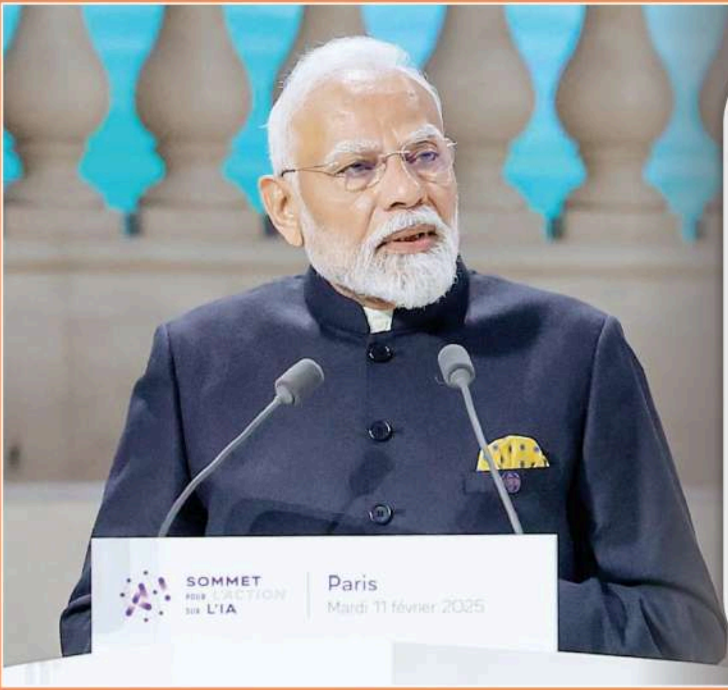

> বিকশিত ভারতের লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলতে ভারতের অত্যন্ত দৃঢ়সংকল্প। আমরা সকলে মিলে এমন এক দেশ গঠন করছি যেখানে কৃষকরা সমৃদ্ধ ও সক্ষম হবে। আমাদের সঙ্কল্প হল সকল কৃষককে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করা। কৃষিকে উন্নয়নের প্রথম চালিকাশক্তি বিবেচনা করে আমরা আমাদের খাদ্য উৎপাদকদের গর্বান্বিত করেছি। আমরা একসঙ্গে দুটি প্রধান লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছি, প্রথম কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং দ্বিতীয় হল আমাদের গ্রামের সমৃদ্ধি।

শ্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

Postal Registration No.: DL(S)-17/3559/2023-25
Published on 13-07-2024 Applied for RNI Registration/Exempted for Three Months vide ADG Posts Letter No.22-1/2023-PO, dt.14-05-2024